Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সেমিনি আক্তার

রোলঃ ২১৬০২১৬৫৮

তারিখঃ ৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ওফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সেমিনি আক্তার

রোলঃ ২১৬০২১৬৫৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সেমিনি আক্তার , আইডিঃ **২১৬০২১৬৫৮** বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)	(স্বাক্ষর)
....	....
ত্বত্তাবধানেঃ	এক্সটারনালঃ
আব্দুল ওয়াহিদ	নাম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট	ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম	

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ
৩১ মে ২০২৪ইং

সেমিনি আক্তার
আইডিঃ ২১৬০২১৬৫৮
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

১. বালা-মুসিবত বা বিপদের সংজ্ঞা ৬

২.বালা-মুসিবত বা বিপদের প্রকারভেদ.. ৭

৩.বালা-মুছীবত কেন ও কাদের উপর পতিত হয়.............................. ৭

৪.বালা ও মুসীবত : সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা................................. ৯

৫.ধৈর্যের সংজ্ঞা–.. ১২

৬.আলেমদের ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতে...১৩

৭.অভিযোগ এর সুরে ধৈর্যধারণ-...১৩

৮.কারা ধৈর্যশীল?...১৪

৯.ধৈর্যের স্তর...১৫

১০.বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্য.. ১৭

১১.কখন ধৈর্যের প্রয়োজন দেখা দেয়?..১৯

১২.ধৈর্যের গুণ কি অর্জন করা যায়?...২১

১৩.কীভাবে ধৈর্য বৃদ্ধি করা যায়...২২

১৪.ধৈর্যের প্রকারভেদ..২৬

১৫.আল্লাহর রঙে রঙিন হই...২৭

১৬.মানব জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব ও ফজিলত বা পুরস্কার.....................২৮

১৭.বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণের উপায়...৩৬

১৮.বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণে আমলকারি গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ ৫১

১৯.উপসংহার...৬৪

ভূমিকা

বিচার দিবসের মালিক, পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা প্রাপ্য। সালাত (দরূদ) ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী-রাসূলের সর্দার, আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধর, সঙ্গী-সাথী, স্ত্রী-পরিবার-পরিজন, আহলে বাইত ও তাঁর সকল উম্মতের উপর।

আল্লাহর সুবহানু ওয়া তা'আলা এই পৃথিবীকে বৈচিত্র্যময় করে সৃষ্টি করেছেন। যারই অংশ হিসেবে মানুষ তার পার্থিব জীবনে পালাক্রমে অতিক্রম করে সুখ-দুঃখ, আনন্দ- বেদনা, সুস্থতা-অসুস্থতা,সচ্ছলতা -অসচ্ছলতা, উত্থান ও পতন বিভিন্ন ধরনের পর্যায়। আর এই সকল পর্যায়ের মধ্যে প্রতিকূল পরিস্থিতি সমূহকেই ব্যক্তি তার জীবনে বালা- মুসিবত হিসেবে অভিহিত করে।

জীবনে চলার পথে এ সকল বালা মুসিবতে কিভাবে একজন মুসলমান ধৈর্য ধারণ করে সেই ঘন কালো মেঘকে রহমতের বারিধারায় পরিণত করে সফল হতে পারে তাই এ লেখায় আলোচনা করা হয়েছে। বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে উপলব্ধি করতে হলে আগে আমাদের বালা-মুসিবত সম্পর্কে জানতে হবে।

যার প্রেক্ষিতে এ প্রবন্ধকে দুটি অংশ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। প্রথম অংশে রয়েছে বালা-মুসিবতের পরিচয়, প্রকারভেদ, কেন এবং কাদের উপর পতিত হয়, বালা মুসিবতে পতিত হলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা। আর দ্বিতীয় অংশে ধৈর্যের পরিচয়,আলেমদের মত,ধৈর্যের প্রকারভেদ, কারা ধৈর্যশীল, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ, ধৈর্য বৃদ্ধির উপায়, ধৈর্যের পুরস্কার ও ধৈর্য সম্পর্কে কোরআন ও সুন্নাহর আলোচনা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

যখন সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, সকল আশা ভঙ্গ হয় এবং এবং পথ সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন ধৈর্য নামক জ্যোতির আশ্রয় নিতে হয়। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ যে বাস্তব জীবন পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন সে জীবনে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে কিভাবে একজন মুমিন

ব্যক্তি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে তা এ প্রবন্ধের মাধ্যমে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বালা-মুসিবত বা বিপদের সংজ্ঞা

মুসিবতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিয়োগান্তক ঘটনা; বিপর্যয়; দুর্যোগ; দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি বা জাতির স্বাভাবিক জীবনে যদি কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটে যা তার বা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে দুশ্চিন্তার উদ্ভব ঘটায় তবে তাকে বালা- মুসিবত বা বিপদ বলে।

ইসলামী পরিভাষায় মুসিবতকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে তার কিছুটা আমরা আলোচনা করব।

বালা-মুসিবত হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি পরীক্ষা মাত্র।আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তার পবিত্র কুরআনে এরশাদ করছেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَا لْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَ مْوَا لِ وَا لْاَ نْفُسِ وَا لثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ
الصّٰبِرِيْنَ - الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَا بَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ؕ قَا لُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِ نَّـآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

"আর আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, আর ক্ষুধা দিয়ে, আর মাল-আসবাবের, আর লোকজনের আর ফল-ফসলের লোকসান করে। আর সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যারা তাদের উপরে কোনো আপদ-বিপদ ঘটলে বলে-নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহর জন্যে, আর অবশ্যই আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী। (ইন্না লিল্লাহ্ ওয়া ইন্না আলাইহি রাজিউন)" (সুরা আল্ বাকারা, আয়াত:১৫৫-১৫৬)

হাদিসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘মুমিন নারী-পুরুষের বিপদ-মুসিবত লেগেই থাকে। এ বিপদ-মুসিবত তার শারীরিক, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে হতে পারে। আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা চলতেই থাকে। আর আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তার ওপর গুনাহের কোনো বোঝাই থাকে না’ (মিশকাতুল মাসাবিহ : ১৫৬৭)।

আ'লামুদ্দিন গ্রন্থের ২৯৭ নং পৃষ্ঠায় ইমাম হাসান (আলাইহিস্ সালাম) হতে মুসিবত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "মুসিবতসমূহ হচ্ছে প্রতিদান ও প্রতিফলের চাবিকাঠি।"

ইমাম আলীকে (আলাইহিস্ সালাম) অধিকতর কঠিন মুসিবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেনঃ "দ্বীনের প্রতি (ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন) মুসিবত সবচেয়ে কঠিনতম মুসিবত।" (আমালি সাদুক, ৪'র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৩)

তিনি আরো বলেনঃ "বৃহত্তর মুসিবত ও দুর্দশা হচ্ছে, এ পার্থিব জগতের প্রতি প্রেম।"(গুরারুল হিকাম, হাদীস নং: ৩০৮১)। অবশ্য তার মতে "অজ্ঞতা ও মূর্খতাও বৃহত্তম মুসিবতের একটি।" (গুরারুল হিকাম, হাদীস নং: ২৮৪৪)।

বালা-মুসিবত বা বিপদের প্রকারভেদ

দুনিয়া মুমিনের জন্য পরীক্ষা ক্ষেত্র। বালা-মুসিবত হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহ তায়ালা বিপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করেন।
তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেন:

ۘمَآ اَصَا بَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِ ذْنِ اللهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاْ للهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَا للهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم
মাআসা-বা মিমমুসীবাতিন ইল্লা-বিইযনিল্লা -হি ওয়া মাইঁ ইউ’মিম বিল্লা-হি ইয়াহদি কালবাহূ ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন ‘আলীম।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[সূরা :আত তাগাবুন,আয়াত-৬৪:১]

সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক বান্দার উপর পতিত বালা- মুসিবতকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. প্রাকৃতিক মুসিবত বা বিপদ :

বন্যা,খরা,জলোচ্ছ্বাস,ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি আসমানি মুসিবত যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনেকাংশে নির্ণয় করা যায় তাকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। এসব দুর্যোগ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল, এগুলো অবশ্যই আযাব ও গযব, যা ব্যাপক পাপাচারের শাস্তিরূপে আপতিত। প্রকৃতিপক্ষে, আসমানী মুসীবত সর্বদা আযাবরূপে আসে না।

২. অপ্রাকৃতিক মুসিবত বা বিপদ :

দুঃখ,দুর্দশা, অসুস্থতা, অসচ্ছলতা, ঝগড়া -বিবাদ, হানাহানি ইত্যাদি যা চলমান পার্থিব জীবনে প্রতিকূলতার উদ্ভব ঘটায় তাকে অপ্রাকৃতিক মুসিবত বা বিপদ বলে।সাধারণত মানুষ এ মুসিবতে শিকার হয় দুনিয়াবি চিন্তা - ভাবনা ও গুনাহের কাজ এ লিপ্ত হওয়ার কারণে।

বালা-মুছীবত কেন ও কাদের উপর পতিত হয় :

মনের বেদনা, শরীরের অসুস্থতা, প্রিয়জনকে হারানো এবং সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে কোনোব্যক্তিই নিরাপদ নয়। আর এর থেকে মুক্ত নয় সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল ব্যক্তি এবং মুমিন ও কাফির কেউই। আমরা এই পার্থিব জীবনে দুনিয়াদারি করে ব্যস্ততর জীবন যাপন করছি, পরকালের কোন চিন্তা আমরা করিনা বা করার সময় আমরা পাইনা। তাই বিভিন্ন কারণে মানুষের উপরে বালা-মুছীবত আপতিত হয়।
আল্লাহর কুদরত অসীম, তিনি বান্দাদের বিভিন্ন মুসিবত দ্বারা অবাধ্যদের আজাব বা গজব দেন আর মুমিনদের পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেন, যাতে রয়েছে অনেক হিকমত, যা একমাত্র তিনিই জানেন। এর মাধ্যমে তিনি বান্দাদের সত্যিকার তাওবা পরীক্ষা করেন, তাদের পাপ মোচন করেন ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন,

ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّا سِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

‘মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে ফ্যাসাদ প্রকাশ পায়, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।’ (সুরা রুম, আয়াত: ৪১)।

এছাড়াও আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী, মানুষের উপরে যুলুম-নির্যাতন করা, অধিক পাপাচার করা ও সৎকাজের আদেশ কম করা, অবাধ্যতা ও অহংকার করা, মিথ্যাচার করা, আল্লাহ প্রদত্ত নে‘মতের অস্বীকৃতি, দুনিয়াবী বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও কৃপণতা, রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, ছালাত পরিত্যাগ করা, যাকাত অস্বীকার করা, জিহাদ পরিত্যাগ করা, অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, সূদ-ঘুষ আদান-প্রদান করা বা হারাম ভক্ষণ করা, নৈতিকতার বিনাশ সাধন করা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত

ঘটানো, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়ছালা না করা ইত্যাদি কারণে মানুষের উপরে বালা-মুছীবত নেমে আসে।-[ড.মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম (মাসিক আল তাহরিক)]

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিফল স্বরূপ তাদের কর্মপ্রবণতা মন্দের দিকে ফিরে যায় এবং তার ফলে পৃথিবী নানা বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।মানব এর জন্য সবচেয়ে বড় আযাব হচ্ছে সমাজ থেকে সততা ও আমাতদারী বিলুপ্ত হওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, শান্তির সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকা , সুখ-শান্তির পরিবর্তে ভয়-ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, ছিন্তাই-ডাকাতি, লড়াই ও লুটপাট ছড়িয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে কখনো আকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন আপদ-বিপদ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ)ও প্রেরিত হয়। আর তাতে উদ্দেশ্য এই থাকে যে, ঐ সর্বনাশী বিপর্যয় ও আপদ-বিপদ দেখে সম্ভবত মানুষ পাপকর্ম থেকে বিরত হবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে পুনরায় তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে।(তাফসীর - আহসানুল বায়ান, সুরা-রুম,আয়াত -৪১)

অপরাধের বিষয়টি মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়; কেননা, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমতের ব্যাপারটি হল— তিনি তাদেরকে একের পর এক বিপদ-মুসিবতের প্রতিশ্রুতি দেন যাতে তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেন; আর তাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তাদের হৃদয়সমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তাদের পা-সমূহ সুস্থির রাখেন।

একটি হাদিসে এসেছে, হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন-'মুসলমানদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ আসে এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ দূর করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে ফোটে এর দ্বারাও' (বুখারি : ৫৬৪০; মুসলিম : ৬৪৫৫)।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেন-'কোনো মুসলিমের ওপর কোনো বিপদ পতিত হলে তার বিনিময়ে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, এমনকি ক্ষুদ্রতর কোনো কাঁটা বিদ্ধ হলেও।' (মুসলিম : ৬৪৫৯)

এই বিপদ-মুসিবতগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভালবাসার প্রমাণস্বরূপ; কারণ, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি তাকে বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করেন; আর যখনই ব্যক্তির ঈমান ও বিশ্বাস

মজবুত ও শক্তিশালী হবে, তখনই তার পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে; সুতরাং এই অবস্থায় যে সন্তুষ্ট থাকবে, তারা জন্য রয়েছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি; আর যে অধৈর্য হবে, তার জন্য রয়েছে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি।

হাদিসে এসেছে-
"আর এই বিপদগুলো মুমিন বান্দাকে তার পাপরাশি থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমনিভাবে সাদা কাপড়কে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করা হয়; ফলে সে বালা-মুসিবত থেকে ঐ দিনের মত (পাপমুক্ত হয়ে) বের হয়, যেদিন তার মা তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় প্রসব করে।"

তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে বলেছেনঃ

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
"ফাতামন্নাউল মাউতা ইন্ কুনতুম সদিকিন"
অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে মৃত্যুর কামনা কর।" (সুরা আল্ বাকারা, আয়াত: ৯৪)

কোনো রোগের কারণ ও উৎসমূল চিহ্নিত করার মাধ্যমে যেমন ওই রোগ থেকে প্রতিকারের উপায় তালাশ করা সহজ হয়, তেমনিভাবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বালা-মুসিবতের কারণ অনুধাবনের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণের মাঝেই মুমিনের জন্য নিহিত রয়েছে তা থেকে উত্তরণের উপায়।

বালা ও মুসীবত : সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা

দুনিয়াতে মানুষের জীবন এক অবস্থায় থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আর এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য তেমনি সত্য জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও। এ জীবনে যেমন আসে সুখের পর দুঃখ, সুস্থতার পর অসুস্থতা তেমনি আবার আসে দুঃখের পরে সুখ এবং অসুস্থতার পরে সুস্থতা। সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা আবার অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা। পরিবর্তনের এই চলমান ধারাই হল পার্থিব জীবন।মানুষের এ জীবন এরূপ পরিবর্তনশীল বানানোর পিছনে রয়েছে অনেক তাৎপর্য ও হিকমত। যার সম্যক জ্ঞান রয়েছে মানুষের খালিক ও মালিক আল্লাহ তাআলার কাছে। তবে আল্লাহ যাদের চিন্তাশক্তি দান করেছেন তারা কিছু কিছু হিকমত অনুধাবনও করে থাকেন।বাহ্যদৃষ্টিতে যেরূপ অবস্থার মুখোমুখিই হোক না কেন

মুমিনের সৌভাগ্য এই যে, সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকার। শর্ত হল, যে অবস্থার সে সম্মুখীন হয়েছে তাতে আল্লাহর কী হুকুম রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত থাকা এবং সে হুকুমের অনুগত থাকা।কখনো কোনো বড় ধরনের মুসীবত এসে পড়লে কিংবা কোনো দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেলে তা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে এবং কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে এসব বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে কখনো কখনো আমরা ভুলত্রুটির শিকার হয়ে পড়ি। এমন বেফাঁস মন্তব্যও মুখ থেকে বেরিয়ে যায় যা একেবারেই ভুল ও অসমীচীন। আর করণীয় সম্পর্কে গাফেল হয়ে অকরণীয় কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যাই। এজন্য বিভিন্ন আসমানী মুসীবতে ও সাধারণ বিপদাপদে চিন্তা ও কর্মের গতি কোন পথে চালিত হবে সে সম্পর্কে অবগতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মুসিবতে এক ধরনের অবাধ্য মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হয় ওয়াসওয়াসা। এ অবাধ্য ও ভ্রান্ত চিন্তা বিদূরিত হওয়ার জন্য খাঁটি দিলে আল্লাহর দরবারে তওবা করা কর্তব্য। আর 'লা হাওলা' পড়ে আল্লাহর কাছে এই দুআ করা কর্তব্য যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে বিশুদ্ধ ঈমান দান করুন। আপনার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন। শোকরের সময় শোকর আর সবরের সময় সবর করার তাওফীক নসীব করুন।

এরপর নিম্নোক্ত কথাগুলো স্মৃতিতে বসিয়ে নেওয়া উচিত| যথাঃ
ক. আসমানী মুসীবত সর্বদা আযাবরূপে আসে না। কখনো পরীক্ষার জন্যও আসে। সূরা আ'রাফে (আয়াত ১৬৮) তা উল্লেখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَ رْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنٰهُمْ بِا لْحَسَنٰتِ وَا لسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
ওয়া কাত্তা'না-হুম ফিল আরদিউমামান মিনহুমুসসা-লিহূনা ওয়া মিনহুম দূ না যালিকা ওয়া বালাওনা-হুম বিলহাছানা-তি ওয়াছছাইয়িআ-তি লা'আল্লাহুম ইয়ারজি'ঊন।

"পৃথিবীতে আমি তাদেরকে নানা দলে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে কিছু দল ছিল সৎ, কতক দল অন্য রকম এবং সুখ আর দুখ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম যাতে তারা (আল্লাহর নির্দেশের পথে) ফিরে আসে।"

আবার কখনো আযাব হিসেবে আসে। সূরা রূমের-৪১ নম্বর আয়াতে ও সূরা শূরার-৩০ নম্বর আয়াতে এটা উল্লেখিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন,

ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّا سِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

'মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে ফ্যাসাদ প্রকাশ পায়, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।' (সুরা রুম, আয়াত: ৪১)।

وَمَآ اَنْـتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَ رْضِ ۚ وَمَا لَـكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْر

ওয়ামাআনতুম বিমু'জিঝীনা ফিল আরদি ওয়ামা-লাকুম মিন দূ নিল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিইয়িওঁ ওয়ালা-নাসীর।

"তোমরা যমীনে (আল্লাহর কর্ম ও পরিকল্পনাকে) ভন্ডুল (অক্ষম) করতে পারবে না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না আছে কোন অভিভাবক, আর না আছে সাহায্যকারী।"(সূরা শূরার-৩০)

এজন্য যেকোনো দুর্যোগ ও বিপদ-আপদকে দ্ব্যর্থহীনভাবে আযাব-গযব বলে আখ্যায়িত করা উচিত নয়। কেননা, তা যেমন আযাব-গযব হতে পারে, তেমনি পরীক্ষাও হতে পারে।

খ. কোথাও কোনো বিপদ-আপদ যদি আযাব হিসেবেও আসে তবুও অপরিহার্য নয় যে, এটা শুধু ওইসব লোকের গোনাহর কারণে এসেছে যারা এ বিপদে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত। বরং ভূপৃষ্ঠে সংঘটিত সকল গোনাহই এর কার্যকারণ হিসেবে গণ্য।অতএব গোনাহ পরিহার করা আমার কর্তব্য।

গ. যে মুসীবত আযাব হিসেবে এসেছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত সবার জন্যই তা আযাব- এটা অপরিহার্য নয়। বরং এ মুসীবতই আল্লাহ কারো জন্য রহমত বানিয়ে থাকেন। আল্লাহর নেককার বান্দা যারা এ মুসীবতে মৃত্যুবরণ করেছেন তারা শহীদের ছওয়াব লাভ করবেন আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আল্লাহ তাদের মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

ঘ. যে বিপদ আযাব হিসেবে আসে তার সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, তাতে শুধু অপরাধীরাই আক্রান্ত হয় না, সবাই আক্রান্ত হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা সতর্ক করেছেন যে,

অর্থাৎ "ওই ফিতনা ও মুসীবত সম্পর্কে সতর্ক হও, যা এসে গেলে শুধু অপরাধীদের উপরই আসবে না, সবার উপর আসবে।"

এজন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আগে একথা স্মরণ করা উচিত যে, আমি এ গোনাহর মাধ্যমে শুধু আমার নয়, গোটা সৃষ্টি জগতের ক্ষতিসাধন করছি। নেককার মানুষদের দাওয়াত ও তালীমকে ব্যাপক করতে হবে এবং সাধ্যমতো 'আমর বিল মা'রূপ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।মোটকথা, এটা নিশ্চিত যে, বিপদগ্রস্ত যেসব মানুষ গোনাহ ও অপরাধ থেকে মুক্ত কিংবা শরীয়তের বিধান এখনো তার জন্য কার্যকর হয়নি তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এ মুসীবতকে রহমত বানিয়ে থাকেন।

ঙ. মুমিনের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা যে ব্যবহার করে থাকেন তা কাফেরদের থেকে ভিন্নরূপ। মুমিন হচ্ছে আল্লাহর বান্দা, মুসীবতের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে সতর্ক করেন আর তার দরজা বুলন্দ করেন। অন্যদিকে কাফেররা হচ্ছে অবাধ্য ও বিদ্রোহী। আল্লাহ তাআলা কখনো তাদের উপর আযাব নাযিল করলেও তাদের সম্পর্কে তাঁর সাধারণ নীতি এই যে, তিনি তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন।কখনো দুনিয়াতেও তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে থাকেন। এজন্য কাফেরদের ওপর যদি আযাব না আসে কিংবা কম আসে তাহলে এতে তাদের আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; বরং এটা তো তাদের জন্য সাধারণ আযাবের চেয়েও বড় আযাব। আর এজন্যই বিভিন্ন মুসীবতের সময় কাফেরদের প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে আসা অত্যন্ত গর্হিত মানসিকতা।

চ. যে বিপদাপদ পরীক্ষা হিসেবে আসে সেগুলো শুধু তাদের জন্যই পরীক্ষা নয় যারা এগুলোতে সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে; বরং এটা সবার জন্য, গোটা পৃথিবীর সকলের জন্য পরীক্ষা।আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করছেন- কে সবর করে আর কে ইলাহী ফয়সালার সমালোচনা করে,কে মুসীবত দেখে সজাগ-সতর্ক হয় এবং তওবা করে নিজেকে সংশোধন করে আর কে পূর্বের মতোই উদাসীন নিদ্রায় বিভোর থাকে। কে সামর্থ্য অনুযায়ী বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসে আর কে নিজ স্বার্থ-চিন্তাতেই ডুবে থাকে।
এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় এই যে, 'সবর' ও 'তাফবীয' অর্থাৎ নিবেদিত চিত্তে ধৈর্যধারণ এবং 'রিযা বিল কাযা' অর্থাৎ আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার ও তওবা করা।অনতিবিলম্বে নিজের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা।

ধৈর্যের সংজ্ঞা

ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ 'সবর'। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা, আটক থাকা। আত্মিকভাবে 'সবর' বলতে বোঝায় নিজেকে দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে সংযত রাখা ও সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা।

বিশদভাবে, ধৈর্য হল প্রবৃত্তি ও কামনা- বাসনার বিপরীতে বোধশক্তি ও দ্বীনের প্রেরণার ওপর অটল থাকা। যা ব্যক্তিকে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহের আক্রমণে অভ্যস্ত করে তুলে তার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের পরিচালিত করে।

****** আলেমদের ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতে*****

আবু উসমান বলেন, "ধৈর্য হল তা যা ব্যক্তিকে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহের আক্রমণে অভ্যস্ত করে তোলে।"

আমর ইবনে ঊসমান আল-মাক্কি বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহ সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা এবং তার পক্ষ থেকে আগত বিপদ আপদ নিশ্চুপভাবে শান্তমনে গ্রহণ করা।"

আলি ইবনু আবি তালিব বলেন, "ধৈর্য হল পশুর পিঠে আরোহন করার মতো, যা থেকে তুমি ছিটকে পড়বে না।"

ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, "বিপদ-মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ এতে গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়।"

বিখ্যাত ফারসি কবি জালালউদ্দিন রুমির বলেন -" ধৈর্য হল বুদ্ধিমত্তার উত্তম পরিচয়।"

*****অভিযোগ এর সুরে ধৈর্যধারণ*****

কঠিন অবস্থার চেয়ে স্বচ্ছন্দ অবস্থাই আমাদের জন্য ভালো। যেমনটা নবিজি তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দুআতে বলেছেন:

إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى غير أن عافيتك أوسع لى

"আপনি যদি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ না হন, তাহলে আমি আর কোনো কিছুর পরোয়া করি না। তবে আপনার দেওয়া সুস্থতা ও সুখ-শান্তি আমি চাই।”[1]

এটা সেই হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেখানে বলা হয়েছে:

ِوَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
"কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপকতর কিছু দেওয়া হয়নি। [২]
আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানানো এবং এর সাথে ধৈর্যের কোনো বিরোধ নেই। কোনো কোনো নবির জীবনকাহিনি থেকে এর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন ইয়াকূব যখন বললেন:

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون
"সে বলল, আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।"

আগে ইয়াকূব বলেছিলেন: 'সাবরুন জামীল'; এর মানে আমার জন্য ধৈর্যই অধিক শ্রেয়। আর কুরআনেও আইয়ূব সম্পর্কে বলা হচ্ছে:

(َوَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين
"স্মরণ করো আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল: (এই বলে যে) আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি, তুমি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

অভিযোগের সুরে ধৈর্যধারণের দৃষ্টান্ত নবীজির কথায় খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে:

اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي
"হে আল্লাহ, আমি আমার দুর্বলতা ও সামর্থ্যের অভাবের ব্যাপারে আপনার কাছেই অভিযোগ জানাই।"

মূসা প্রার্থনা করেন:
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك
“হে আল্লাহ, প্রশংসা সকল তোমার; অভিযোগ কেবল তোমার কাছে, আর একমাত্র তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই, ফরিয়াদ করি; তোমার প্রতিই আমরা নির্ভর করি এবং তুমি

ছাড়া অনিষ্ট দূর করার এবং কল্যাণ দেওয়ার কোনো শক্তি কারো নেই। "[মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবন তাইমিয়্যা: ১/১১২]

মুমিনের কর্তব্য হল ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।আর মুসিবতকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে দেখা। কারণ এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের ধৈর্যশীলতার পরিচয় মেলে দুর্দশায় পতিত হওয়ার পর। কিন্তু সহজতাই শ্রেয়। [৩]

১. হাদীসটি মশহুর বা প্রসিদ্ধ, তবে অন্যান্য মতনে لم يكن بك غضب ساخطا على রয়েছে। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি ১১৮২ لم تكن إن ! সনদকে দ্বইফ বলেছেন। দ্বইফুল জামি, হাদীস!

২. আস-সহীহ, বুখারি: ১৪৬৯

৩.ধৈর্যের নাও বেয়ে ঝড়ের মধ্যে নদী পাড়ি দেওয়ার চেয়ে উপকূলের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দময় অবস্থাই উত্তম। (অনুবাদক)

কারা ধৈর্যশীল?

আল্লাহ বলেন ধৈর্যশীল তারাই, যাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে,

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَا بَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَا لُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِ نَّـآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

'আমরা তো আল্লাহরই আর নিশ্চিতভাবে আমরা তার দিকেই ফিরে যাব।' (সুরা বাকারা: ১৫৬)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: কোনো মুসলিম ব্যক্তি মানসিক ও শারীরিকভাবে কষ্ট পেলে, কোনো শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে যদি ধৈর্যধারণ করে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতিদানে সকল গুনাহ মাফ করে দেন।এমনকি যদি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিঁধে, তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়। (বুখারী, মুসলিম)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন: যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য থেকে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই দান করা হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)।

আল্লাহপাক ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে তার সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। যারা ধৈর্যশীল ও আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

وَا لَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَ نْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ-الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْن.

ওয়াল্লাযীনা আ-মানূওয়া ‘আমিলুসসা-লিহা-তি লানুবাওবিআন্নাহুম মিনাল জান্নাতি গুরাফান তাজরী মিন তাহতিহাল আনহা-রু খা-লিদীনা ফীহা- নি‘মা আজরুল ‘আ-মিলীন।আল্লাযীনা সাবারূ ওয়া ‘আলা-রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন।

"যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে, আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদে বাসস্থান দেব যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তার ভেতরে তারা চিরকাল থাকবে।সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম!যারা ধৈর্যধারণ করে আর তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।"(সুরা আনকাবুত: ৫৮-৫৯)।[সবর ও শোকর, মুনশী আবদুল মান্নান (m.dailyinqilab.com)]

ধৈর্যের স্তর

ধৈর্য দু- ধরনের হতে পারে শারিরীক ও মানসিক। উভয় প্রকার ধৈর্য আবার ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক হতে পারে। এগুলো মোট চার প্রকার। যথা:

১.ঐচ্ছিক শারিরীক ধৈর্য :

যেমন : স্বেচ্ছায় কঠোর পরিশ্রম করা।

২.ঐচ্ছিক মানসিক ধৈর্য :

যেমন :বিবেক ও শরীয়তের বিচারে অন্যায় এমন কিছু থেকে বিরত থাকা। এটি সর্বোত্তম ধৈর্য হিসেবে বিবেচিত।

৩.অনৈচ্ছিক শারিরীক ধৈর্য :

যেমন : নিরুপায় অবস্থায় ধৈর্যের সাথে রোগ- শোক, মারপিট, গরম ও শীতের প্রকোপ সহ্য করা।

৪. অনৈচ্ছিক মানসিক ধৈর্য :

যেমন : প্রিয়জন হারানোর বেদনা।

ধৈর্যধারণে ইচ্ছার স্বাধীনতা মানুষকে জীবজগৎ থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এরপরেও অনেক মানুষের কেবল প্রাণীদের মতো ধৈর্য রয়েছে অর্থাৎ অনৈচ্ছিক ধৈর্য।ঐচ্ছিক ধৈর্য অনৈচ্ছিক ধৈর্যের চেয়ে উত্তম। কারণ   এটি ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল হতে শেখায়। প্রতিটি

ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে উৎসাহি করে।যা তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে।এটি হল উঁচু স্তরের ধৈর্য যা ছিল ইব্রাহীম (আ:), মূসা (আ:), ঈসা (আ:), হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর ধৈর্য। (সবর ও শোকর পৃ: ২৬-২৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ »(رواه الترمذي وابن ماج

"মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন মুসিবতের শিকার হয়েছেন নবীগণ; অতঃপর ক্রমানুসারে পরবর্তী ধাপের সৎব্যক্তিগণ, ব্যক্তি পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন হবে তার দীনদারী অনুসারে; সুতরাং সে যদি তার দীনের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে অটল থাকে, তাহলে তার বিপদ-আপদও কঠোর থেকে কঠোরতর হবে; আর যদি সে তার দীনের ব্যাপারে আপোষকামী হয়, তাহলে সে পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন হবে তার দীনদারী অনুসারে; সুতরাং বান্দা বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হতেই থাকবে যতক্ষণ না তা তাকে যমীনের উপরে গুনাহ বিহীন অবস্থায় চলাফেরা করাতে পারবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللَّهُ : اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ » . (رواه أحمد) .

"যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো মুসলিম বান্দাকে তার শারীরিক দুঃখ-কষ্ট বা রোগ-ব্যাধির দ্বারা পরীক্ষা করেন, তখন আল্লাহ বলেন: তার সৎকাজগুলো লিখ, যে কাজগুলো সে (সুস্থ অবস্থায়) করত; অতঃপর তিনি যদি তাকে রোগমুক্ত করেন, তাহলে তিনি (রহমতের পানি দ্বারা) ধুয়ে মুছে তাকে পবিত্র করে দেন; আর যদি তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেন, তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন।"

কারও ধৈর্য যদি প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী হয়, তবে তার তুলনা হয় ফেরেশতাদের সাথে। কিন্তু যদি ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্তির প্রভাব বেশি হয় তবে সে পরিণত হয় আস্ত এক শয়তানে।একজন মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ধৈর্যধারণে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাকে

অন্যদের থেকে পৃথক করে। যার ধৈর্য যত বেশি সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে তার অবস্থান তত উঁচুতে। আখিরাতে সফলতায় সে তত এগিয়ে। তাই আমাদের ধৈর্যধারণের প্রতিযোগিতা করা উচিত সত্যিকারের মানব এ পরিণত হওয়ার জন্য।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্য

প্রত্যেকের মনে দুটি বিপরীত শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে: একটি হচ্ছে এগিয়ে নেবার শক্তি, অপরটি পিছিয়ে দেবার শক্তি। ধৈর্যের প্রকৃতি হচ্ছে, তা এগিয়ে নেবার শক্তিকে ব্যয় করে উপকারী জিনিস অর্জন করে, এবং পিছিয়ে দেবার শক্তিকে বিরত রাখে যাতে করে ক্ষতি না হয়।

তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ ধৈর্যধারণ করার তাকিদ দিয়েছেন। এর মধ্যেই সফলকাম হওয়ার চাবিকাঠি নিহিত আছে বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন-
"হে বিশ্ববাসীগণ, ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা করো, সর্বদা প্রস্তুত থাকো আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে সফলকাম হতে পার।" (সুরা আল ইমরান: ২০০)।

সুরা লুকমানে পুত্রের উদ্দেশ্যে মহাত্মা লুকমান যে সব উপদেশ প্রদান করেছেন, তার একটি হলো: তোমার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তুমি তাতে ধৈর্যধারণ করো। এটা অত্যন্ত মহৎ কাজ। আল্লাহ তায়ালার কাছে ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই বলে-
ٍوَاَ رْضُ اللهِ وَا سِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَا ب
" আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদের অশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।"(সুরা জুমার: ১০)।(মুনশী আবদুল মান্নান -m.dailyinqilab.com)

প্রবৃত্তির অনুসরণের বিপরীতে দ্বীনের অনুসরণের ক্ষেত্রে তিন প্রকার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে:

১. দ্বীনের আহ্বান প্রাধান্য বিস্তারকারী ও শক্তিশালী হবে, ফলে প্রবৃত্তির বাহিনী পরাজিত হবে। এ অবস্থা অর্জিত হবে ধৈর্যের দৃঢ়তার মাধ্যমে। যে এই অবস্থানে পৌঁছুবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। এরাই তারা, যারা বলেন:

رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

...আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর এর ওপর অটল থাকে।"
তারা তো সে সকল লোক, যাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা বলে:

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ....

"তোমরা ভয় কোরো না, চিন্তা কোরো না, আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। পার্থিব জীবনে আর আখিরাতে আমরাই তোমাদের সঙ্গী-সাথী। "[সূরা আল- ফুরসিলাত: ৩০-৩১]
এরা সে সকল লোক, যারা সবরকারীদের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করে এবং তার পথে প্রকৃত জিহাদ করে করে। এরা আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দা।

২. যখন প্রবৃত্তির আহ্বান শক্তিশালী ও বিজয়ী হয় এবং দ্বীনের সাথে তার লড়াইয়ের পূর্ণ অবসানও ঘটে যায় তখন বিপর্যস্ত ব্যক্তি শয়তান ও তার বাহিনীর কাছে হীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, তারা তাকে যেভাবে ইচ্ছে পরিচালনা করে। তাদের সাথে তার দু-রকম সম্পর্কের অবকাশ থাকে: হয় সে তাদের অনুসারী হবে এবং তাদের বাহিনীতে শামিল হবে-যা দুর্বল ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে-না হয় শয়তানই তার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এটা ঘটে থাকে শক্তিশালী,কর্তৃত্বকারী, বিদআতি গুনাহগারের ক্ষেত্রে, যে বিদআতের দিকে আহ্বানকারীদের মাঝে নেতৃস্থানীয় হয়ে থাকে। ফলে ইবলিস ও তার বাহিনী এই ব্যক্তির সাহায্যকারীও অনুগামী হয়ে যায়। এরা সেই লোক, যাদের ওপর দুর্ভাগ্য প্রাধান্য বিস্তার করে, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে ক্রয় করে নেয়। সবর করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের এই হাল হয়েছে। এই অবস্থা হচ্ছে প্রচণ্ড বিপদ-আপদ, অত্যধিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের উল্লাস প্রকাশ করার অবস্থা।[আস-সহীহ বুখারী- ৬৩৪৭]

আর এ ধরণের লোকেদের সঙ্গী হচ্ছে ধোঁকাবাজি, অসততা, বাতিলের সংরক্ষণ, অহংকার, আমলে বিলম্ব করা, দীর্ঘ আশা পোষণ করা ও আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দান করা।

এদের ব্যাপারেই নবিজি বলেছেন,
العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني
"সে ব্যক্তি অক্ষম, যে তার নফসের অনুসরণ করে আর আল্লাহর কাছে (পরকালীন) নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা করে। "[রিয়াদুস সলিহীন-৬৭]

৩. দ্বীন ও প্রবৃত্তির মাঝে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধ চলে, কখনো দ্বীন জয়লাভ করে, কখনো-বা প্রবৃত্তি বিজয়ী হয়। উভয়ের এই জয়লাভের ব্যাপারটা খুব ঘন ঘন ঘটে। এটাই অধিকাংশ মুমিনের অবস্থা, যারা নেক আমল ও বদ আমলকে মিশ্রিত করে ফেলে।

ওপরের বর্ণনার আলোকে আখিরাতে মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি তিনটি অবস্থার সমানুপাতে হবে-কিছু মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কখনোই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে না; কিছু মানুষ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না; আর কিছু মানুষ জান্নাতে প্রবেশের অনুমোদন পাবার পূর্বে কিছু দিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।(সবর ও শোকর :২৯-৩১)

কখন ধৈর্যের প্রয়োজন দেখা দেয়?

জীবনের যেসব ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন পড়ে
১. আল্লাহর ইবাদাতে ও তাঁর বিধিবিধান অনুসরণে;
২. পাপকাজ থেকে বিরত থাকতে;
৩. আল্লাহর ফায়সালা ও ভাগ্য মেনে নিতে।

লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِا لْمَعْرُوْفِ وَا نْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَا صْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَا بَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُ مُوْر ۚ

"হে বৎস, তুমি নামায কায়িম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। "[সূরা লুকমান-১৭]
সৎকাজের আদেশদান মানে নিজেও সৎকর্মশীল হওয়া। অসৎকাজে বাধাদান মানে নিজেও তা থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যশীল হওয়া।

আল্লাহর ইবাদাতে ধৈর্য:

প্রথমত,আল্লাহর ইবাদাত ও বিধিবিধানের অনুসরণ বলতে বোঝায় জেনেবুঝে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নির্ধারিত ইবাদাতসমূহ নিয়মিত আদায় করা। ইবাদাত সুরক্ষার জন্য নিষ্ঠাবান হওয়া জরুরি যাতে ইখলাস হারিয়ে না ফেলে।
দ্বিতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন রাসূল-এর দেখানো পথ থেকে সরে না যাই।যেকোনো মূল্যে সুন্নাহকে আকড়ে ধরা।

পাপকাজ পরিহারে ধৈর্য:

এ ধরনের ধৈর্য পাপের শাস্তির ভয়ের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। অথবা পাপকাজে আল্লাহর নিআমাতরাজির অপব্যবহারে লজ্জাবোধের উপলব্ধি থেকে থেকেও অর্জিত হতে পারে।লজ্জাশীলতা প্রমাণ করে, ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন।ভীত ব্যক্তির চিন্তা যেখানে আত্মকেন্দ্রিক এবং শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার,সেখানে একজন লজ্জাশীল ব্যক্তির ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর মহত্ত্ব। দুজনেই ঈমানের মর্যাদায় সমাসীন। তবে লজ্জাশীল ব্যক্তি লাভ করবে ঈমানের উচ্চ স্তর-ইহসানের গৌরব।ফলে তার হৃদয় আল্লার সম্মানে পূর্ণরূপে লজ্জায় বিনম্র হয়।

মুমিনের জন্য গুনাহ থেকে দূরে থাকা অত্যাবশ্যক। কেননা, তাকে অবশ্যই তার ঈমান রক্ষা করতে হবে, আর গুনাহ ঈমানে ঘাটতি আনে অথবা এটাকে নিঃশেষ করে দেয়। নবিজি বলেন,

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

"যেনাকারী যখন যেনায় লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। মদ্যপ যখন মদ্যপানে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। আর লুটতরাজ ও ছিনতাইকারী যখন লুটতরাজ ও ছিনতাই করে এবং লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন সে মুমিন থাকে না। [আস-সুনান, ইবনু মাজাহ: ৩৯৩৬]

আল্লাহর ফয়সালায় ধৈর্য :

এই পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। এখানে নির্বিচ্ছিন্ন আনন্দধারা বলতে কিছুই নেই,তবে ব্যতিক্রম কেবল সেই ব্যক্তির কথা যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে তার প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনে এবং তার সাথে মিলিত হওয়ার আশায়।এ কারণে যা কিছুই ঘটুক আল্লাহর ফয়সালা হিসেবে গণ্য করে সে সন্তুষ্ট থাকে। এইসব আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে অন্তরের শান্তি অনুভব করে। এটিই হচ্ছে একজন প্রকৃত সকল মুসলিমের জীবনধারা।যা সে ধৈর্য নামক গুণ অর্জনের মাধ্যমে অর্জন করে। আমরা জীবনকে কিভাবে দেখব সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন -

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَا لْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَ مْوَا لِ وَا لْاَ نْفُسِ وَا لثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইয়িম মিনাল খাওফি ওয়ালজূ‘ই ওয়ানাকসিম মিনাল আমওয়া-লি ওয়াল আনফুছি ওয়াছছামারা-তি ওয়া বাশশিরিসসা-বিরীন।
"তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি (এসবের) কোনকিছুর দ্বারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করব, ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।"(সূরা বাকারাহ -১৫৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন -
فَاِ نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
ফাইন্না মা‘আল ‘উছরি ইউছরা।ইন্না মা‘আল ‘উছরি ইউছরা।
"কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।"

এছাড়াও যে উপায়গুলোর মাধ্যমে আল্লাহের ফয়সালায় ধৈর্যধারণ করতে পারি তা হল:

১. আল্লাহ প্রদত্ত অপেক্ষমাণ উত্তম পুরস্কারের কথা চিন্তা করা।
২.সুদিনের আশা রাখা।
৩.আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিআমাত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা।
৪.আল্লাহ আগে যে সমস্ত নিআমাত দিয়েছেন সেসবের কথা চিন্তা করা।

ধৈর্যের গুণ কি অর্জন করা যায়?

যদি একজন লোকের মাঝে প্রাকৃতিকভাবেই ধৈর্য না থেকে থাকে, তাহলে সে যদি ধৈর্যশীলতার ভান ধরে এবং এভাবে ভান ধরে চলতে থাকে, তাহলে পরিণামে একসময় এটা প্রায় তার স্বভাবে পরিণত হবে।

নবিজি -এর একটি হাদীসে আমরা এ কথার প্রমাণ পাই:
وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ
"যে (নিজে) ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন"[আল মুসনাদ, আহমাদ: ১১৮৯০; আস সহীহ, বুখারি: ১৪৬৯; আস সুনান, আবু দাউদ: ১৬৪৪]

সুতরাং একজন ব্যক্তি তার যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণে এবং দৃষ্টি অবনত রাখতে প্রচেষ্টা চালাতে পারে, যতক্ষণ-না এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। একইভাবে এই নীতি স্থিরতা,

বদান্যতা ও সাহসের মতো অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত সদ্‌গুণ অর্জনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।(সবর ও শোকর-পৃ:২৪)

কীভাবে ধৈর্য বৃদ্ধি করা যায়

যেহেতু ধৈর্যধারণের আদেশ করা হয়েছে তাই আল্লাহ আমাদের ধৈর্যশীলতা অর্জনের এবং ধৈর্যের বাতাবরণ মজবুত করার উপকরণ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের এমন কিছু করতে আদেশ করেননি, যা বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি জানাননি। তিনি নিরাময়ময় ছাড়া ব্যাধি দেননি এবং (মৃত্যুরোগ ছাড়া যে-কোনো) রোগব্যাধিতে ওষুধ সেবনে সুস্থতা লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ধৈর্যের পথটা যদিও অমসৃণ, কিন্তু এ পথে চলাটা একেবারে অসাধ্য কিছু নয়। ধৈর্য মূলত দুটি জিনিসের সমন্বয়ে অর্জন করা সম্ভব: যার একটি হলো জ্ঞান, অপরটি আমল বা কর্ম। আর এই দুটি উপাদানে রয়েছে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল রোগের আরোগ্য। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সবসময়ই অপরিহার্য।

জ্ঞান

কল্যাণকর, উপকারী, উপভোগ্য ও কামালিয়াতের কী কী বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন এবং ক্ষতিকর, অপকারী ও লোকসান করার মতো কী কী কাজ তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, তা জানার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি যখন এসব বুঝতে পারে এবং এর সাথে অত্যধিক সততা, সুউচ্চ হিম্মত, সম্মানবোধ ও মানবতাবোধ অর্জন করতে পারে এবং ওপরে উল্লেখিত দুই জ্ঞানকে একত্র করে আমল করতে পারে, তখন সে সবর অর্জন করতে সক্ষম হবে। তখন তার কাছে ধৈর্যের তিক্ততা মধুর লাগবে এবং ধৈর্যের কষ্ট আনন্দের উপঢৌকন মনে হবে।

ধৈর্যশীলতা একটি নিরন্তর যুদ্ধ-যার একপক্ষে রয়েছে ধর্ম ও বিবেকের প্রেরণা, অপরপক্ষে আছে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার ফন্দিফিকির। যে এদের কোনো একটিকে অপরটির ওপর বিজয়ী করতে চায়, তার উচিত হবে যেটিকে সে বিজয়ী করতে চায় সেটিকে শক্তিশালী করে তোলা, আর অপরটিকে দুর্বল করে ফেলা। যেমনটা শক্তি-সামর্থ্য ও অসুস্থতার মাঝে হয়, একটি শক্তিশালী হলে অপরটি দুর্বল হয়।

ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী করা

ধর্ম ও মূল্যবোধের সাথে কামনা-বাসনার চলমান যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমারা কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারি। যেমন:

১. গুনাহের সময় আল্লাহর শক্তি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আল্লাহ সব দেখেন, সব শোনেন। যার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব উপস্থিত থাকবে, সে নিজেকে গুনাহে নিয়োজিত করতে পারবে না।

২. আমরা যদি দাবি করি, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, তাহলে আমাদের উচিত ভালোবাসার খাতিরে তাঁর অবাধ্য না হওয়া; কারণ, যে যাকে ভালোবাসে সে তার কথা রাখে। যারা আল্লাহকে ভালোবেসে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে আল্লাহর চোখে তাদের মর্যাদা শ্রেষ্ঠতম স্থানে অধিষ্ঠিত; আল্লাহকে ভালোবেসে যারা তাঁর ইবাদাত করে তাদের মতোন। আল্লাহকে ভালোবেসে অন্যায় থেকে বিরত থাকা আর তাঁর শাস্তির ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

৩. আমাদের উচিত আল্লাহর নিআমাত ও দয়ার কথা ভাবা। কোনো ভদ্র ও সজ্জন কখনোই এমন কারও বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না, যে তার প্রতি সবসময় সদয় আচরণ করেন। শুধু নীচ ও হীন ব্যক্তিদের দ্বারাই এমন কাজ করা সম্ভব। আমরা যদি আল্লাহর দয়া ও আনুকূল্যের কথা একমনে চিন্তা করি, তাহলে আমাদের বিবেক বলবে-তাঁর নির্দেশ অমান্য করা এবং অন্যায়ে জড়িয়ে যাওয়া নিতান্তই অনুচিত।

৪. আমাদের উচিত আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করা। যে ব্যক্তি নিরন্তর পাপকাজে ডুবে থাকবে আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন। দুর্বল মানুষ তো দূরের কথা, কোনো কিছুই আল্লাহর ক্রোধের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

৫. পাপাচারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কী হারায়, তা আমাদের ভাবা উচিত। এটুকু ভাবনাই যে যথেষ্ট-পাপী ব্যক্তি ঈমান হারায়, যে ঈমানের সামান্য অণু পরিমাণ অংশও সমগ্র জাহানের চেয়ে বেশি মূল্যবান।

কেবল একটি মুহূর্তের অনুভূতির জন্য কে চাইবে তার মূল্যবান ঈমান নষ্ট করতে? সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল বলেছেন:
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
"ব্যভিচারী ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।"[আস-সহীহ, বুখারি: ২৪৭৫; আস-সহীহ, মুসলিম: ১০০ (৫৭); আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪৬৮৯]

এই হাদীসটির মন্তব্যে একজন সাহাবা বলেছেন: "ঈমান তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, এমনকি তা তার মাথার ওপরে মেঘের মতো অবশিষ্ট থাকে। যদি সে তাওবাহ করে, তাহলে তা ফিরে আসে।"

৬. শয়তানকে পরাজিত করে তার ওপর আধিপত্য ও বিজয় লাভ করার ইচ্ছে আমাদের থাকা চাই; কারণ, মানবশত্রুকে পরাজিত করার তুলনায় শয়তানকে পরাজিত করার স্বাদ, আনন্দ ও সুখ অনেক বেশি।

৭. আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সে সমস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং হারাম থেকে সংযত থাকে।

৮. আমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার বিশেষ বন্ধুত্বের কথা মনে রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন:

(َإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।[সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫৩]

(َإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُون

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আর সৎকর্মশীল, আল্লাহ তো তাদেরই সঙ্গে আছেন। "[সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৮]

(َوَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين ...

"অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন। "[সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৬৯]

৯. আমাদের মৃত্যুর কথা সব সময় মনে রাখা উচিত-যা বিনা সতর্কতায় যে-কোনো সময় হাজির হতে পারে।

১০. বিপদ-আপদ ও সুস্থতার ব্যাপারে ভাবতে হবে। কেননা, গুনাহ ও তার ফলাফলই আসল বিপদ আর সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও এর প্রতিফল। কাজেই বিপদাক্রান্ত ব্যক্তি তারাই যারা গুনাহগার, যদি-না সুস্থতা অর্জন করে, আর সুস্থ ব্যক্তি তারাই যারা

আল্লাহর আনুগত্য করে যদি-না অসুস্থ হয়ে যায়। এ জন্য কোনো এক আলিম বলেছিলেন, "যদি কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেখো, তাহলে তার জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতার দুআ করো; কেননা, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা আল্লাহর অবাধ্যতা, তাঁর সাথে দূরত্ব ও গাফলতি দ্বারা পরীক্ষিত হয়।"

১১. প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধে করার জন্য ধর্মীয় চেতনাকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করা উচিত। একবার যদি প্রবৃত্তিকে পরাজিত করার আনন্দ আস্বাদন করতে পারি তো আমাদের প্রত্যয় ও ইচ্ছেশক্তি বহুগুণে শক্তিশালী হবে।

১২. আমাদের উচিত আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ভাবনায় মনকে ব্যস্ত করা। তিনি আমাদের এ ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, চাই সে নিদর্শন কুরআনের ভেতরেই হোক অথবা বাইরের বিপুল বিশ্বচরাচর। প্রতিনিয়ত এ ধরনের ভাবনা আমাদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করবে। তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর কালাম, তাঁর নবি ও নবি-এর সাথিদের কথা না ভেবে মনে শয়তান ও শয়তানের ধ্যানধারণাকে প্রশ্রয় দেয়?

১৩. আমাদের চিন্তা করা উচিত-পৃথিবীর জীবন কত ক্ষুদ্র। এই পৃথিবীর সমুদয় অর্জনকে সে ব্যক্তি ছাড়া কেউই বড় করে দেখবে না, যার কোনো আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নেই, হৃদয় মৃত এবং উদাসীন। পরকালে এসব মানুষ যখন বুঝবে তার কাজগুলো কোনো উপকারে আসবে না, তখন আফসোস করবে; সে শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। এমনকি যাদের অনেক সৎকাজের সঞ্চয় আছে তাদের মাঝেও অনুতাপের অনুভূতি জাগবে, যখন বুঝতে পারবে আরও অধিক কিছু অর্জনের ছিল।

১৪. আমাদের জানা উচিত, আল্লাহ আমাদের মৃত্যুহীন এক অনন্ত জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এমন জীবন, যেখানে দুঃখ-দুর্দশা নেই, ভয়ভীতি নেই, দারিদ্র্য নেই, নেই কোনো অপূর্ণতা। আছে সহজ সাবলীলতা, আনন্দ উৎফুল্লতা, আছে প্রাচুর্য, আছে গৌরব। আল্লাহ আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আখিরাতের অনন্ত জীবনের পূর্বে পরীক্ষার্থী হিসেবে। এ জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মান-অপমান, ঝুঁকি ও নিরাপত্তা একসাথে মিশে আছে। অধিকাংশ মানুষ এই পৃথিবীতেই আনন্দ ও আয়েশের সন্ধান করে। অনেকেই পায় না, যারা পায় তারাও আবার বেশিদিন ভোগ করতে পারে না। নবিজি মানুষদের পরকালের অনন্ত সুখের প্রাচুর্যময় জীবনের প্রতি আহ্বান করেছেন। যারা তাঁর ডাকে সারা দেবে তারা

উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করবে এ পৃথিবীতে-যে জীবন আমীর-উমারাদের জীবনের চেয়েও সমৃদ্ধ। কারণ, এ জীবনে ত্যাগেই রয়েছে সত্যিকারের ঐশ্বর্য। এটা একজন মুমিনের এমনতর সম্পদ, যে জন্য শয়তান তাকে সর্বাধিক হিংসে করে থাকে।

১৫. অন্তরকে বাতিল থেকে দূরে রাখতে হবে। মনে বাতিল ধারণা এলে তা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। তা থেকে মজা লুটা যাবে না। প্রতিনিয়ত তা বয়ে বেড়ানো যাবে না। নয়তো তা দেউলিয়া করে ছাড়বে।

শুধু ওপরের বাস্তবতাটুকু জানাই যথেষ্ঠ নয়। লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য দরকার কঠোর পরিশ্রম। উত্তম পন্থা হচ্ছে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী অভ্যাসগুলোর শেকল ছিন্ন করা। কারণ, অভ্যাসের দাসত্বই আমাদের সাফল্যের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। আমাদের উচিত ফিতনার স্থান এবং প্ররোচনার পথ পরিহার করা। যেমন নবিজি বলেছেন:

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنَا عَنْه

"যে কেউ দাজ্জালের কথা শুনবে, তার কাছ থেকে দূরে থাকবে।"[আস-সুনান, আবু দাউদ, হা: ৪৩১৯; আবু বিশর মুহাম্মাদ আদ-দাউলাবি, আল কুনিয়া ওয়াল আসমা: ৯৫৮, শাইখ আলবানি ৯৯৯-এর মতে সহীহ।]

মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, মন্দ কাজে উসকে দেয় এমন-সব জিনিস থেকে দূরে থাকা।মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শয়তানের একটা পছন্দনীয় কৌশল হচ্ছে, মন্দের মধ্যে কিছুটা ভালো দেখিয়ে মানুষকে সেদিকে আহ্বান করা। মানুষ সেটার নিকটবর্তী হওয়ামাত্র শয়তানের ঘেরাটোপে আটকা পড়ে। কেবল বুদ্ধিমানরাই এটা পূর্ব থেকে আঁচ করতে পারে।[সবর ও শোকর;পৃ ৪৯-৫৫]

ধৈর্যের প্রকারভেদ

কাজ বা আচরণ অনুযায়ী ধৈর্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব)

২. পছন্দনীয় (মানদূব)

৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর)

৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ)

৫. অনুমোদিত (মুবাহ)

১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) ধৈর্য :

এমন-সব মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা, যা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয়। যেমন: অসুস্থতা, দরিদ্রতা,প্রাকৃতিক দূর্যোগ,দুর্ঘটনা ইত্যাদি।এছাড়াও ওয়াজিব আমলগুলো সঠিকভাবে আদায়ে ধৈর্য,হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার ধৈর্য ও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. পছন্দনীয় (মানদূব) ধৈর্য :

এই ধরনের ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রতিশোধ ও শাস্তিদানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মাকরূহ কাজ থেকে দূরে থাকে এবং মুস্তাহাব ইবাদত গুলোর প্রতি যত্নশীল হয়।

৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর) ধৈর্য :

নিষিদ্ধ (মাহযূর) ধৈর্য হল এমন সব বিষয় ধৈর্য ধারণ করে যা মানুষকে ধ্বংস করে। যেমন: মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার থেকে দূরে থাকা, মৃত্যু অবধারিত জেনেও মৃত জন্তু, রক্ত বা শুকরের মাংস না খাওয়া, যে ক্ষেত্রে ভিক্ষার মাধ্যমে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ। তবে ফিতনার সময় ধৈর্যধারণ-যখন মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। মুসলিমদের মধ্যে যখন পরস্পর খুনোখুনি হয় তখন ধৈর্যধারণ করা অনুমোদিত (মুবাহ), একই সাথে মুস্তাহাবও (পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়)। নবিজি-কে যখন এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন:

كن كخير ابنى آدم

"আদামের দু-সন্তানের উত্তম জনের মতো হও।"(আস-সুনান, আবু দাউদ, হা: ৪২৫৯; আস সহীহ, ইবন হিব্বান, হা: ৫৯৬২, ইমাম মুনাউইর এ৬৯-এর মতে হাদীসটি সহীহ; তাখরিজু আহাদীসিল মাসাবিহ: ৪/৪৬১)

৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ) ধৈর্য:

যে সকল ধৈর্যের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাকে মাকরূহ ধৈর্য বলে।যেমন :মাকরূহ কাজ করার ধৈর্য ও মুস্তাহাব আমল না করার ধৈর্য।এবং খাদ্য, পানীয়, পোশাক এবং স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন থেকে এতটুকু বিরত থাকা, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

৫. অনুমোদিত (মুবাহ) ধৈর্য:

অনুমোদিত (মুবাহ) এবং ইসলামে বাধ্যবাধকতা নেই এমন কাজ থেকে বিরত থাকার ধৈর্য।যেমন: পানাহার করা, বেচাকেনা করা, পর্যটন ও জীবিকার সন্ধানে ভ্রমণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধৈর্য।

আল্লাহর রঙে রঙিন হই

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আমাদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!"(সূরা আল-ইমরান:১৭৩)

আল্লাহর নিকট আপনার কাজকে সোপর্দ করে, তার ওপর তাওয়াক্কুল করে, তার ওয়াদাকে বিশ্বাস করে, তার হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, তার প্রতি সুধারণা পোষণ করে ও তার সাহায্যের জন্য ধৈর্য সহ অপেক্ষা করে তার রঙে রঙিন হওয়াই হল মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রঙ ধারণে যে ব্যক্তি তার রবের সিফাতসমূহের মাঝে কোনো একটি সিফাতকে ভালোবাসবে, সে ওই সিফাত (তার মতো করে) অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর একটি গুণ হচ্ছে 'আস-সাবুর' বা 'পরম সহিষ্ণু'। বলা হয়, আল্লাহ দাউদ-কে বলেছিলেন: "আমার গুণ ধারণ করো। আমার একটা গুণ হচ্ছে আমি 'আস সাবুর' (পরম সহিষ্ণু)। রব তাআলা তাঁর সিফাতসমূহকে ভালোবাসেন, সিফাতসমূহের চাহিদাকে ভালোবাসেন, এবং বান্দার মাঝে সেসবের প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ ভালোবাসেন। তিনি সুন্দর, সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন, তিনি ক্ষমাশীল তাই ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের ভালোবাসেন, তিনি মহা সম্মানিত, তাই সম্মানিত ব্যক্তিদের ভালোবাসেন, তিনি মহাজ্ঞানী, তাই জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন, তিনি বেজোড় তাই বেজোড়ওয়ালাদের ভালোবাসেন, প্রচণ্ড শক্তিশালী তাই দুর্বল মুমিন অপেক্ষা শক্তিশালী মুমিন তাঁর নিকট অধিক প্রিয়। তিনি পরম সহিষ্ণু তাই সবরকারীদের ভালোবাসেন, তিনি শুকরিয়াকারী তাই শুকরিয়াকারীদের ভালোবাসেন।তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কুরআন এরশাদ করেন -

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِا لصَّبْرِ وَا لصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

ইয়াআইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুছতা‘ঈনূ বিসসাবরি ওয়াসসালা-তি; ইন্নাল্লা-হা মা‘আসসাবিরীন।

"হে মু’মিনগণ! ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"(সূরা বাকারাহ, আয়াত-১৫৩)

যেহেতু তিনি তাঁর গুণাবলিসম্পন্ন মানুষদের সাথে আছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন ও তাদের বেশি ভালোবাসেন, তাই এই গুণগুলোর যতটুকু তারা অর্জন করছে সেই অংশ অনুযায়ী তিনি তাদের পাশে থাকবেন। এটা বিশেষ এবং এক অনন্য সম্পর্ক।(লা তাহযান,পৃ:৬৮, সবর ও শোকর,পৃ:৪৩)

মানব জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব ও ফজিলত বা পুরস্কার

ধৈর্য বা সহনশীলতা সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তাহলে তার জন্য সম্ভব। কারণ ধৈর্য এমন ফুল, যা সব জায়গায় সুবাস ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, " আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করো,নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন"। (সুরা আনফাল, আয়াত - ৪৬)।

কুরআন ও হাদিসে সবরের অনেক ফজিলত ও গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্নভাবে মুমিনদের এ গুণ অর্জনের প্রতি উৎসাহিত ও ক্ষেত্রবিশেষে আদেশ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্য হতে এখানে কিছু নস উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে থাকবে কুরআনের আয়াতসমূহ, এরপরে থাকবে হাদিসের বাণীসমূহ।

প্রথমত, ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

এক: সবরকারীর প্রতিদান অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দেওয়া হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:
أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا
'তাদেরকে দুইবার করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছে।' (সুরা আল-কাসাস: ৫৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب
'সবরকারীদের অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।' (সুরা আজ-জুমার: ১০)

দুই: সবর বা ধৈর্যধারণ হলো সফলতার সোপান।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ বলেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون
'হে ইমানদারগণ, তোমরা সবর করো, সবরে প্রতিযোগিতা করো, সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে সফলকাম হতে পারো।' (সুরা আলি ইমরান: ২০০)

তিন: সবর মানুষকে দ্বীনের ক্ষেত্রে ইমামত ও নেতৃত্বের উপযুক্ত বানায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون
'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত;যেহেতু তারা সবর করেছিল। আর তারা আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।' (সুরা আস-সাজদা: ২৪)

চার: সবরকারীদের ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:
وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون
'তুমি সুসংবাদ দাও সবরকারীদের যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।" ওরা তারাই, যাঁদের প্রতি তাঁদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়। আর তাঁরাই হলো হিদায়াতপ্রাপ্ত।' (সুরা আল-বাকারা: ১৫৫-১৫৭)

সালাফের কেউ বিপদে পতিত হলে বলতেন,
'আমার কী হলো। কেন আমি সবর করছি না? অথচ আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, সবর অবলম্বন করলে তিনি আমাকে এরূপ তিনটি নিয়ামত দান করবেন, যার প্রত্যেকটি দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম।'

পাঁচ: বিপদাপদে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য সবরকে অন্যতম মাধ্যম বানানো হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

'তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সুরা আল-বাকারা: ৪৫)

ছয়: মানব ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচার অন্যতম একটি উপায় হলো সবর অবলম্বন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

'তোমরা যদি সবরকারী হও এবং মুত্তাকি হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।'(সুরা আলি ইমরান: ১২০)

সাত: আল্লাহর সাহায্য লাভ করার অন্যতম মাধ্যম হলো সবর ইখতিয়ার করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, যদি তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করো, আর তারা (শত্রুরা) দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করে, তবে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।' (সুরা আল-ইমরান: ১২৫)

আট: সবরের জন্য ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

'কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।' (সুরা হুদ: ১১)

নয়: সবর করলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَكَأَيِّنَ مِّن نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين

'আর কত নবি যুদ্ধ করেছে, তাঁদের সঙ্গে ছিল বহু আল্লাহওয়ালা। আল্লাহর পথে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তাঁরা হীনবল হননি, দুর্বল হননি এবং নত হননি। আর আল্লাহ সবরকারীদের ভালোবাসেন।' (সুরা আলি ইমরান: ১৪৬)

দশ: সবর করাকে দৃঢ়সংকল্পের কাজ ও প্রশংসনীয় বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور

'আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, এটি তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।' (সুরা আশ-শুরা:৪৩)

লুকমান আ. তার সন্তানকে উপদেশ দিয়েছেন; কুরআনের ভাষায়:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور

'সৎকাজে আদেশ কোরো, অসৎকাজে নিষেধ কোরো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কোরো। এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।' (সুরা লুকমান:১৭)

এগারো: ধৈর্যশীলরা সফলকাম ও ক্ষতিগ্রস্ত নয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَا لْعَصْرِ -اِنَّ الْاِ نْسَا نَ لَفِيْ خُسْرٍ-اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَا صَوْا بِا لْحَقِّ ۙ وَتَوَا صَوْا بِا لصَّبْرِ-

"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ধৈর্যের উপদেশ দেয়"। (সূরা আসর: ১ - ৩)।

দ্বিতীয়ত, হাদিসে রাসুল থেকে-

এক: কোনো দুর্ঘটনা বা বিপদে সবর করে দুআ পড়লে আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করেন।

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَا مِنْ مُسْلم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخْلِفَ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ الله لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، قالت: فلما مات أبو سلمة، قُلْتُ: أَي المُسْلِمِينَ خَيْرٌ من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم، ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'কোনো বিপদাপন্ন মুমিন যদি আল্লাহর নির্দেশিত إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُون)অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।) দুআটি পাঠ করে اللهم أَجْرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا)অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসিবতে সওয়াব দান করো এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করো।) দুআটি পড়ে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে পূবের চাইতে উত্তম বদলা দান করবেন। উম্মে সালামা রা. বলেন, আবু সালামা রা. যখন মারা গেলেন তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, আবু সালামা রা.-এর চেয়ে উত্তম মুসলমান আর কে আছে। তিনিই প্রথম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে হিজরত করেছিলেন। অতঃপর আমি সেই দুআটি পাঠ করলাম। তারপর মহান আল্লাহ আমাকে আবু সালামা রা.-এর স্থলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো স্বামী দান করলেন।' (সহিহু মুসলিম: ২/৬৩১, হা. নং ৯১৮, প্রকাশনী: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

দুই: সবরের বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

আবু হুরাইরা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

يقُولُ الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ

'আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যদি কোনো মুমিনের প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাই, আর সে সওয়াবের আশায় সবর করে, আমার কাছে তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।' (সহিহুল বুখারি: ৮/৯০, হা, নং ৬৪২৪, প্রকাশনী: দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)।

আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

- ِقال الله عز وجل : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثُمَّ صَبَرَ عَوَضْتُهُ عَنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْه

'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যদি কোনো বান্দাকে তার অতিপ্রিয় দুটি বস্তু কেড়ে নিয়ে পরীক্ষায় ফেলি আর সে তাতে সবর করে, তাহলে আমি সে দুটির বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করি। আনাস রা. বলেন, বস্তু দুটি হলো, তার দুই চোখ।' (সহিহুল বুখারি: ৭/১১৬, হা. নং ৫৬৫৩, প্রকাশনী: দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)।

তিন: আল্লাহর মহান দরবারে অসুস্থ সবরকারীর জন্য উত্তম বিনিময়ের আলোচনা করা হয়।

আতা বিন ইয়াসার রহ সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إذا مرض العبد بعث الله إِلَيْهِ ملكين، فيقولون: انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعَوادِهِ؟ فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حمد الله وأثنى عَلَيْهِ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: لِعَبْدِي على إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أَنْ أَبْدِلَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَما خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْه سيناته

'বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, আল্লাহ তার কাছে দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদেরকে বলেন, নজর রেখো, আমার বান্দা (অসুস্থতার খবর শুনে) দেখতে আসা লোকদের কী বলে। সে যদি তাদের সামনে আল্লাহর হামদ বর্ণনা করে, প্রশংসা করে, ফেরেশতারা তা আল্লাহর কাছে নিয়ে যায়-যদিও আল্লাহ সব জানেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যদি মারা যায়, তবে আমার ওপর তার হক হলো, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যদি তাকে সুস্থতা দান করি, তবে তার (দেহের আক্রান্ত) মাংসপেশির বদলে আরও উত্তম মাংশপেশি দান করব এবং (দূষিত) রক্তের পরিবর্তে আরও উত্তম রক্ত দান করব। আর তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবো।' (মুআত্তা মালিক: ৫/১৩৭৫, হা. নং ৩৪৬৫, প্রকাশনী: মুআসসাসাত জায়িদ বিন সুলতান,)

চার: সবরকারীদের অনন্য মর্যাদা দিয়ে স্পেশালভাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

আমর ইবনে শুআইব রহ, তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِذَا جَمَعَ اللهُ تَعَالَى الْخَلَائِقَ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ فَيَقُومُ نَاسٌ هُمْ يَسِيرٌ، فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُونَ: إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَنْتُمْ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ، فَيَقُولُونَ مَا كَانَ فَضْلُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا إِذا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا، وَإِذَا جَهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، فَيُقَالُ لَهُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين
'আল্লাহ যখন (হাশরের ময়দানে) সকল মাখলুককে সমবেত করবেন, একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, মর্যাদাবানরা কোথায়? তখন অল্প কিছু মানুষকে দাঁড়াতে দেখা যাবে। তাঁরা দ্রুত জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে। পথে ফেরেশতাদের সঙ্গে দেখা হবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করবে, আপনারা কারা? তাঁরা উত্তর দেবে, আমরা মর্যাদাবান। ফেরেশতারা পুনরায় জানতে চাইবে, আপনাদের মর্যাদার কারণ? তাঁরা বলবে, আমাদের কষ্ট দেওয়া হলে সবর করতাম, আমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করা হলে ক্ষমা করে দিতাম আর আমাদের সাথে মূর্খতার মতো আচরণ করা হলে ধৈর্যধারণ করতাম। তারপর তাঁদের বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করুন। সৎকর্মপারয়ণদের প্রতিদান কতই না উত্তম!' (শুআবুল ইমান: ১০/৪২২, হা. নং ৭৭৩১, প্রকাশনী: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ)

পাঁচ: সবরের কারণে গুনাহ মাফ হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
ما مِنْ مُصِيبَة تصيب المسلم إلا كفر الله بهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا
মুমিনের জীবনে যত বিপদ আসে, প্রতিটি বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন; এমনটি কাঁটা ফুটলেও।' (সহিহুল বুখারি: ৭/১১৪, হা. নং ৫৬৪০, প্রকাশনী: দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

আবু সাইদ রা. ও আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:
مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوك يشاكها، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاه
মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এই সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা

করে দেন।' (সহিহুল বুখারি: ৭/১১৪, হা. নং ৫৬৪১, প্রকাশনী: দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

ًمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فما فوقها إلا كتبت له بها درجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة
'মুমিনের দেহে যদি কোনো কাঁটাও ফোটে কিংবা আরও অধিক কষ্ট আসে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।' সহিহু মুসলিম: ৪/১৯৯১, হা. নং ২৫৭২, প্রকাশনী: দারুইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

ًما يزال البناء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَة
'মুমিন নর-নারীর জীবনে, তাদের সন্তান-সন্ততিতে, ধন-সম্পদে একের পর এক বালা-মুসিবত আসতে থাকে; (আর তার পাপরাশি ক্ষমা হতে থাকে) এমনকি এক পর্যায়ে সে গুনাহবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়।' (সুনানুত তিরমিজি: ৪/১৮০, হা. নং ২৩৯৯, প্রকাশনী: দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ُمن وعك لَيْلَةً فَصَبَرَ وَرَضِي بها عن الله عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّه
'যে ব্যক্তি একরাত জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তার পাপরাশি ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়-সে যেন সদ্যপ্রসূত এক শিশুতে পরিণত হয়।' (শুআবুল ইমান: ১২/২৮৩, হা. নং ৯৪০২, প্রকাশনী: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ)

ছয়: পরিপূর্ণভাবে সবরকারীর আমলনামা না দেখেই জান্নাত দেওয়া হবে।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিল আ. থেকে বর্ণনা করেন:

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِذَا وَجَهْتُ إِلَى عَبْدِ مِن عبيدي مُصِيبَةً فِي بُدْنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ ثُمَّ اسْتَقبل ذلك بَصَبْرٍ جَمِيلٍ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ القيامة أن انصبَ لَهُ مِيزَانًا أَوْ أَنْشُرَ لَهُ دِيوَانًا

'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যদি আমার কোনো বান্দার দেহে বা সন্তান-সন্ততিতে কিংবা ধন-সম্পদে মুসিবত দিই, আর সে যদি এই মুসিবতকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং পরিপূর্ণভাবে ধৈর্যধারণ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য 'মিজান' বা হিসাবের পাল্লা দাঁড় করাতে কিংবা তার আমলের নথিপত্র খুলতে লজ্জাবোধ করি।' (মুসনাদুশ শিহাব ২/৩৩০, হা. নং ১৪৬২, প্রকাশনী: মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

সাত: সবর বা ধৈর্যধারণ হলো সবচেয়ে বিস্তৃত ও উত্তম নিয়ামত।

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَمَا أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
'সবরের চেয়ে উত্তম ও বিস্তৃত কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।' (সহিহুল বুখারি: ২/১২৩, হা. নং ১৪৬৯, প্রকাশনী: দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

আট: সবরের মাধ্যমে উন্নত মর্যাদায় পৌঁছানো হয়।

জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

ثم قال أَبو دَاود: زاد ابن نفيل إن الْعَبْدَ إِذا سَبَقَتْ له من الله منزلة، لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ صَبْرَهُ عَلى ذلِكَ - ثُمَّ اتفقا - حتى يبلغة المنزلة التي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى
'বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে যখন কোনো মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে যায়, আর সে যদি স্বীয় আমলের মাধ্যমে মর্যাদার সেই স্তরে উপনীত হতে না পারে, তখন আল্লাহ তার দেহে, সম্পদে কিংবা সন্তান-সন্ততিতে মুসিবত দান করেন এবং তাকে সবর করার তাওফিক দেন। এভাবে তিনি তাকে উদ্দিষ্ট মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন।' (সুনানু আবি দাউদ: ৩/১৮৩, হা. নং ৩০৯০, প্রকাশনী: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

এমন আরও অনেক হাদিস ও আসার আছে, যা থেকে সবরের ফজিলত ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এ পরিচ্ছেদে আমরা কুরআন ও হাদিস থেকে সবরের যে ফজিলত ও গুরুত্বের কথা জানতে পারলাম, জ্ঞানী মুমিনদের শিক্ষার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। এ নসগুলো সামনে রাখলে আমাদের জন্য যেকোনো বিপদ-মুসিবতে সবর

করা সহজ হবে এবং আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা তৈরি হবে। আল্লাহ আমাদের সে তাওফিক দান করুন।আমিন।

বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণের উপায়:

আল্লাহ মানুষকে বিপদ দেন তার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য, স্বর্ণকার যেভাবে আগুনে স্বর্ণ দেন খাঁটি করার জন্য। আল্লাহতায়ালা মানুষকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা ধৈর্য ধারণ করে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাদের জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ হতে সুসংবাদ রয়েছে।দুনিয়ার জীবনে এসব বিপদ থেকে পরিত্রাণের পথও বলে দেওয়া হয়েছে। ধৈর্যধারণ কর কিছু আমলের মাধ্যমে বান্দা এসব বিপদ থেকে মুক্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ বরকত লাভ করতে পারে।

বালা-মুছীবতে ধৈর্যধারণের উপায়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয়।

ক. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে করণীয় :

মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চললে তাদের উপরে আল্লাহর আযাব-গযব হিসাবে বালা-মুছীবত নেমে আসবে না। বালা-মুছীবত যাতে না আসে সেজন্য কিছু করণীয় আছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা : আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা বালা-মুছীবত থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আববাস (রাঃ)-কে বলেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُف.

'হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি তোমার সামনে পাsবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হ'লে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হ'লে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মতও

তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি তারা সকলে তোমার ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়, তাহলে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।[1.তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৬-৩১৮।]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ وَاحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، وَتَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ 'তুমি আল্লাহর বিধান হেফাযত কর আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর বিধান হেফাযত কর আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখ, বিপদের সময় আল্লাহ তোমাকে স্মরণে রাখবেন'।[2.হাকেম হা/৬৩০৩; যিলালুল জান্নাহ হা/৩১৫, সনদ ছহীহ।]

২. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : সচ্চরিত্র মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضى الله عنها فَقَالَ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَق.

অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়ায়লিদের নিকটে এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। অতঃপর তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। এমনকি তাঁর শংকা দূর হ'ল। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, 'কখনোই না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপন আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন'।[3. বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَعْنَى كَلَامِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكْرُوهٌ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبُ السَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوْءِ '

বিদ্বানগণ বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর কথার অর্থ হচ্ছে, আপনার উপরে কোন কষ্ট-ক্লেশ বা অপছন্দনীয় কিছু আপতিত হবে না। কেননা আল্লাহ আপনার মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী দান করেছেন। যেগুলি তিনি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম চরিত্র ও সৎ স্বভাব ধ্বংস-যজ্ঞ বা বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে'।[4.নববী, শরহু মুসলিম, ২/২০২।]

ইমাম কিরমানী (রহঃ) বলেন,

وفيه أن خصال الخير سببٌ للسلامة من مَصارِع السوء، والمكارم سببٌ لدفع المكاره

'আর এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা লাভের উপায়। সচ্চরিত্র কষ্ট-ক্লেশ বা অপসন্দনীয় বিষয় প্রতিরোধের উপায়'।[5.শরহুল কিরমানী আলা ছহীহিল বুখারী, ১ম খন্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া), পৃঃ ২০৬।]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন,

فِيهِ أَنَّ مَكَارِم الْأَخْلَاق وخصال الْخَيْر سَبَب للسلامة من مصَارِع الشَّرّ والمكاره فَمن كثر خَيره حسنت عاقبته ورجى لَهُ سَلامَة الدِّيْن وَالدُّنْيَا '

এতে (খাদীজা রাঃ-এর বক্তব্যে) রয়েছে যে, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম। অতএব যার সৎকর্ম বেশী তার পরিণতি সুন্দর হবে। আর তার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার আশা করা যায়'।[6.বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহু ছহীহিল বুখারী, (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী), ১/৬৩ পৃঃ।]

৩. তওবা ও ইস্তেগফার করা : পরীক্ষা ও বিপদে পতিত হওয়া গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। তবে শর্ত হ'ল ঐ পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তার জন্য ছওয়াবের আশা পোষণ করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর নিকটে তওবা করতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীস প্রমাণ করে যে, মানুষের গোনাহের কারণেই বিপদ-মুছীবত আপতিত হয় এবং তওবা ব্যতীত তা দূরীভূত হয় না। সুতরাং মানুষকে বেশী বেশী তওবা করতে হবে। দুনিয়াতে আমরা যে বিপদে-আপদে পতিত হই, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য বা সেগুলো হালকা হওয়ার জন্য মুছীবত দূরীভূত হওয়ার উপায়সমূহ অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ বান্দাকে তওবার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحا-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা কর’ (তাহরীম ৬৬/৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْه

‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট গুনাহ মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো’ (হূদ ১১/৯০)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن

‘হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, তাহ’লে তোমরা সফলকাম হবে’ (নূর ২৪/৩১)।

তিনি আরো বলেন,

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْن-

‘অথচ আল্লাহ কখনো তাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন না যতক্ষণ তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে’ (আনফাল ৮/৩৩)।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ-

‘যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হ’তে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হ’তে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন এমন স্থান হ’তে যা সে কখনো কল্পনা করে না’।[7.আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯।]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বলল,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وإِنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْف-

(আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকটে তওবাকারী) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হ'তে পলায়ণ করে থাকে'।[৪.তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৫৩।]

৪. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা : তাক্বওয়া হচ্ছে সকল আমল সংশোধনের উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ'লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে' (আহযাব ৩৩/৭০-৭১)'।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ-

'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার (মুক্তির) পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হ'তে রিযক দান করবেন'
(তালাক ৬৫/২-৩)।

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাকে ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিবেন।[৭. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১৪৬; কুরতুবী ১৮/১৫৯; ফাতহুল কাদীর ৭/২৪৩।]

আল্লাহভীতি অর্জন করলে দুনিয়াবী বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ، وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

'আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমরা তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ। আমরা উদ্ধার করলাম

তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত' (&হা-মীম আস-সাজদা ৪১/১৭-১৮)।

অর্থাৎ তাদের পরে উল্লিখিতদের কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং তারা কোন ক্ষতির শিকার হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নবী ছালেহ (আঃ)-এর সাথে রক্ষা করেছেন তাদের ঈমান ও আল্লাহভীতির কারণে।[10.তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭/১৬৯ পৃঃ, সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا-

'আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব' (মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)।

৫. খাদ্য-পানীয়ের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা :

খাদ্য ও পানপাত্র সমূহ ঢেকে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা এতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

غَطُّوْا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاء.

'খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখো এবং মশক বন্ধ রাখো। কেননা বছরে এমন এক রাত্রি আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুছীবত নাযিল হয়। ঐসব বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, ফলে তা তার মধ্যে প্রবেশ করে'।[11. মুসলিম হা/২০১৪; মিশকাত হা/৪২৯৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৭; ইরওয়া হা/৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৬০৮।]

৬. বিভিন্ন দো'আ করা :

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য ঐসব নাযিল হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে পঠিতব্য নানা রকম দো'আ রাসূল (ছাঃ) শিখিয়েছেন। সেগুলি নিয়মিত পাঠ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاء.

সত্য ক্ব‘যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দো‘আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দো‘আকে আবশ্যিক করে নাও’।[12.তিরমিযী হা/৩৫৪৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৪০৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৪; মিশকাত হা/২২৩৯।]

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো‘আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِى.

‘যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, অর্থ : ‘আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী’ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আসবে না’।[13.আবূদাঊদ হা/৫০৮৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/২৩৯১।]

দো‘আ ইউনুস বেশী বেশী পাঠ করা : মহান আল্লাহ বলেন,

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

‘আর স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘণ অন্ধকারের মধ্যে আহবান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ’তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি’ (আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَه.

‘যুন-নূন ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকাকালে যে দো‘আ করেছিলেন তা হ’ল- ‘তুমি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয়ই যালিমদের দলভুক্ত’ (আম্বিয়া ২১/৮৭)। যে কোন মুসলিম কোন বিষয়ে কখনো এর মাধ্যমে দো‘আ করলে অবশ্যই

আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করেন'।[14.তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৮৩।]

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার দো'আ : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,
لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِى اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِى وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এসব দো'আ করা পরিত্যাগ করতেন না- 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ব্যাপারগুলো গোপন রাখো। ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হ'তে, পশ্চাতের বিপদ হ'তে, ডানের বিপদ হ'তে, বামের বিপদ হ'তে, আর ঊর্ধ্বদেশের গযব হ'তে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হ'তে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হ'তে'।[15.আহমাদ হা/৪৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২০০, সনদ ছহীহ।]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

'নবী করীম (ছাঃ) বালা-মুছীবতের কঠোরতা দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া, ভাগ্যের অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন'।[16. বুখারী হা/৬৩৪৭, ৬৬১৬; মুসলিম হা/২৭০৭; মিশকাত হা/২৪৫৭।]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন,
إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِى-

'যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত

প্রাপ্ত হয়েছ, রক্ষা পেয়েছ ও নিরাপত্তা লাভ করেছ। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে’।[17. আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৯৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৫।]

খ. বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পরে করণীয় :

বিপদাপদ ও বালা-মুছীবত নাযিল হ’লে কিছু করণীয় রয়েছে, যা করলে মানুষ ঐসব থেকে রক্ষা পেতে পারে। নিম্নে সে করণীয়গুলো উল্লেখ করা হ’ল।-

১. বেশী বেশী ইবাদত করা : বিপদ আসলে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত। যাতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে আপতিত বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْا، وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا.

‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দো‘আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বাহ করবে’।[18. বুখারী হা/১০৪৪; নাসাঈ হা/১৫০০; মিশকাত হা/১৪৮৩।]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

قَالَ الطِّيبِيُّ أُمِرُوْا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلاَءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ،

‘বালা-মুছীবত প্রতিরোধের জন্য যিকর, দো‘আ, ছালাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে’।[19. ফৎহুল বারী, ২/৫৩১ পৃঃ; উমদাতুল ক্বারী, ৭/৭১ পৃঃ; মির‘আত ৫/১৪৮ পৃঃ।]

হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন,

والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء.

‘নবী করীম (ছাঃ) চন্দ্রগ্রহণের সময় ছালাত, দাসমুক্তি, বেশী বেশী যিকর ও দান-ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এসব কাজ বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণ লাভের

মাধ্যম'।[20.ইবনুল কায়্যেম, আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃঃ), ১/১৪২ পৃঃ।]

ক. <u>নফল ছালাত আদায় করা :</u> বালা-মুছীবত আসলে নফল ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে তা থেকে রক্ষার জন্য দো'আ করতে হবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ
'সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হ'ল দু'টি নিদর্শন, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত অবস্থায় ছালাতের দিকে আসবে'।[21. বুখারী হা/১০৫২; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৪।]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তিনজন শিশু ব্যতীত কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে জুরাইজ নামে ডাকা হ'ত। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না ছালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট এক মহিলা আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর মহিলা একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল এটি কার থেকে? মহিলা বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি-গালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযূ করে ছালাত আদায় করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, ঐ রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না, তবে মাটি দিয়ে'।[22. বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০।]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হ'ল যে,

ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই-বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হ'ল।

সারা ওযূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হ'তে আমার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফেরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে লোকেরা বলবে, মহিলাটি একে হত্যা করেছে। তখন সে জ্ঞান ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকটে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর।

সারাহ ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদীকে হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে?. [23.বুখারী হা/২২১৭, ২৬৩৫, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০।]

খ. তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা : আবূ উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক'।[24.তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭; ছহীহুল জামে' হা/৪০৭৯; ইরওয়া হা/৪৫২।]

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَه،

'আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (১ম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে

ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'।[25.বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।]

সুতরাং এসময়ে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা-মুছীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে মুক্তি দিবেন।

গ. যিকর করা : যিকর করা আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যম। তাই বালা-মুছীবত আসলে বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করার মাধ্যমে তাঁর রহমত লাভের চেষ্টা করা উচিত। যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বান্দাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ

'নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহ মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহর (যিকর) স্মরণ করবে'।[26. বুখারী হা/১০৫৮।]

ঘ. সদাক্বাহ করা : জান-মালের উপরে বিপদাপদ ও আল্লাহর অসন্তোষ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হচ্ছে দান-সদাক্বাহ করা। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী' (আ'রাফ ৭/৫৬)। তিনি আরো বলেন,

مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ

'বস্তুতঃ সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (তওবা ৯/৯১)।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ-

'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[27.সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪]

তিনি আরো বলেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- 'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।[28.সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।]

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,
‘তোমরা সাদকা করো। আর সাদকা দ্বারা রোগীর রোগ চিকিৎসা করো। কেননা, সাদকা রোগ এবং বালা-মুসিবত দূর করে এবং আয়ু (হায়াত) ও নেকি বাড়িয়ে দেয়।’ (বায়হাকি)

হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাদকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, আবু দাউদ)

হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম (রহঃ) বলেন,
فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه.
‘দান-ছাদাক্বার অত্যাশ্চর্য প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বালা-মুছীবত প্রতিরোধে। যদিও সে (দানকারী) পাপী, অত্যাচারী, এমনকি ছোট-খাট কুফরীকারী হয়। আল্লাহ তা‘আলা দানের দ্বারা দানকারী থেকে নানা ধরনের বালা-মুছীবত প্রতিহত করেন, যা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট সকল মানুষের জানা বিষয়। দুনিয়াবাসী এর দ্বারা স্থায়ীত্ব লাভ করে। কেননা তারা তা দ্বারা পরীক্ষিত’।[29.আল-ওয়াবিলুছ ছায়ব মিনাল কামিতি তাইয়েব, ১/৩১ পৃঃ।]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,
أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْعَذَابَ وَأَنَّهَا قَدْ تُكَفِّرُ الذُّنُوْب
‘নিশ্চয়ই সাদাক্বাহ আযাব প্রতিরোধ করে এবং তা গোনাহ মিটিয়ে দেয়’।[30.ফৎহুল বারী, ১/৪০৬।]

ঙ. দরূদ পাঠ করা

বিপদ-আপদে সঠিকভাবে দরুদ পড়া উত্তম আমল। তাই যে কোনো বিপদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বেশি বেশি দরূদ পড়া। ছোট এ দরুদটি পড়া যেতে পারে-

اَللَّهُمَّ صَلِّى وَ سَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد
‘আল্লাহুম্মা সল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ’

এক সাহাবি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন- 'আমার পুরো দোয়াই আপনার প্রতি দরুদের জন্য নির্ধারিত করে দেবো।' তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তাহলে তোমার (সব) ইচ্ছা/অভিপ্রায় (চাওয়া-পাওয়া) পূরণের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে আর তোমার গোনাহ ক্ষমা করা হবে।’ (তিরমিজি, মুসতাদরাকে হাকেম)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদিসের আলোকে বোঝা যায়, দরুদের বরকতে দুনিয়ার সব বিপদ-আপদ থেকে মহান আল্লাহ মানুষকে মুক্ত রাখবেন।

২. বেশী বেশী নেক আমল বা সৎকাজ করা : আমলে ছালেহের মাধ্যমে আপতিত বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ وَالآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الآخِرَةِ،
‘সৎকর্ম করা বালা-মুছীবত, বিপদাপদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষার মাধ্যম। আর দুনিয়াতে যিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত, আখিরাতে তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।[31.ত্বাবারানী, আল-আওসাত; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭৯৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৯০।]

হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম (রহঃ) বলেন,
وَمِنْ أَعْظَمِ عِلاَجَاتِ الْمَرَضِ فِعْلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ وَالذِّكْرُ وَالدّعَاءُ وَالتَّضَرّعُ وَالاِبْتِهَالُ إِلَى اللهِ وَالتَّوْبَةُ وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيْرٌ فِيْ دَفْعِ الْعِلَلِ وَحُصُوْلِ الشّفَاءِ،
‘আর রোগ থেকে আরোগ্যের বড় প্রতিষেধক হ’ল সৎকাজ করা, দান-ছাদাক্বা করা, যিকর-আযকার ও দো‘আ করা, কাকুতি-মিনতি করা এবং বিনীত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করা। রোগ প্রতিরোধে এবং আরোগ্য লাভে এসব কাজের প্রভাব রয়েছে’।[32.ইবনু কায়্যেম, যাদুল মা‘আদ, ৪/১২৪।]

৩. আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দো‘আ করা : আযাব-গযব ও বিপদাপদ থেকে রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর নিকটে বিনীতভাবে দো‘আ করা। কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁর নিকটে পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁর সন্তোষ কামনা করা। তাহ’লে আল্লাহ দো‘আ কবুল করবেন এবং পাপীদেরকে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ، فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ،

‘আমরা তোমার পূর্বেকার সম্প্রদায় সমূহের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হ’ল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটে সুশোভিত করে দেখালো’ (আন‘আম ৬/৪২-৪৩)। তিনি আরো বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ،

‘কোন জনপদে যখন আমরা কোন নবী পাঠাই, তখন সেখানকার অধিবাসীদেরকে (পরীক্ষা করার জন্য) নানাবিধ কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত করি। যাতে তারা অনুগত হয়’ (আ‘রাফ ৭/৯৪)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.

‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু’টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু’টোর গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে এবং দো‘আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম (ছাঃ) এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে পরস্পর বলাবলি করছিল’।[33.বুখারী হা/১০৬৩, ১০৪০; মিশকাত হা/১৪৮৩।]

বালা-মুছীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য নিম্নোক্ত দো‘আগুলো পড়া যেতে পারে

ক. দো‘আ ইউনুস পড়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا دَعَا بِهِ فَفُرِّجَ عَنْهُ دُعَاءُ ذِيْ النُّوْنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ،

‘আমি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয়ের সংবাদ দিব যে, তোমাদের কারো উপরে যখন দুনিয়াবী কোন কষ্ট-ক্লেশ অথবা বালা-মুছীবত নাযিল হয়, তখন তার মাধ্যমে দো‘আ করলে তা দূরীভূত হয়। তাহ’ল মাছ ওয়ালা ইউনুস (আঃ)-এর দো‘আ- ‘লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাক ইন্নী কুনতু মিনায যলেমীন’।[34ছহীহুল জামে‘ হা/২৬০৫; ছহীহাহ হা/১৭৪৪।]

খ. রোগ থেকে মুক্তি

ِاللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَام

'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম'। (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে)।[35. আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৪৭০।]

গ. অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ

َأَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق

'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব' (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি)।[36. মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২।]

8. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা : আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করলে আল্লাহ খুশি হন এবং ক্রন্দনকারীকে রক্ষা করেন। যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ًوَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْع

'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়' (ইসরা ১৭/১০৯)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيلِ اللهِ َوَدُخَانُ جَهَنَّم.

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধূলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না'।[37তিরমিযী হা/১৬৩৩, ২৩১১; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৭৮]

তিনি আরো বলেন,

ِعَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ الله.

‘দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে ও যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়’।[38.তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৪১১৩।]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ-

‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে রাতে ইবাদত করে আর যে রাতে ইবাদত করে সে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ দামী। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্পদ হচ্ছে জান্নাত’।[39]

৫. আক্রান্ত এলাকায় গমন না করা : যে এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, সেখানে গমন করতে রাসুল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه.

‘তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের ছড়াছড়ি শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যখন প্লেগ এমন জায়গায় দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছ, তখন সে স্থান হ’তে পালানোর লক্ষ্যে বের হয়ো না’।[40]

পরিশেষে বলব, উপরোক্ত নির্দেশনা সমূহ পালনের মাধ্যমে আমরা বালা-মুছীবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। আর বালা-মুছীবত আপতিত হয়ে গেলে সৎকর্ম, তত্তবা-এস্তেগফার ও দো‘আর মাধ্যমে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বালা-মুছীবত থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণে আমলকারি গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ :

ঈমান-আমল-নেকির মাধ্যমে দুনিয়ায় মেহনত করে আল্লাহতায়ালার ফায়সালার মাধ্যমে আখেরাতে জান্নাত পাওয়া যাবে। এবং যেহেতু সকল বিপদ সৃষ্টি ও বিপদ থেকে মুক্ত করার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ পাক। তাই বিপদে পড়লে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহতায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

অতএব, বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত দূর করার জন্য নিচের দোয়াগুলো আমল করতে পারি।

> সুরা আল-ফাতেহা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا ◌َالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين

এ সুরাটির বিশেষ একাধিক নাম হলো- আল-কাফিয়া বা যথেষ্টকারী, আশ-শাফিয়া বা আরোগ্যকারী। এটি আল্লাহর গুণ-প্রশংসার সুরা হওয়ায় এ সুরার আমলের দ্বারা ঝাঁড়-ফুক করাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

> اَللّٰهُ... اللّٰهُ رَبِّيْ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

উচ্চারণ : 'আল্লাহু... আল্লাহু রাব্বি; লা উশরিকু বিহি শাইআ।'
অর্থ : 'হে আল্লাহ!... আল্লাহ তুমিই আমার প্রভু। আমি তোমার সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।' (আবু দাউদ)

> ◌َلَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْن

উচ্চারণ : 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জ্বলিমিন।'
অর্থ :হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।' (তিরমিজি)

> প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ কিংবা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে উত্তীর্ণ হতে তাঁর উম্মতকে এ দোয়া পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন-

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل – نِعْمَ الْمَوْلِى وَ نِعْمَ النَّصِيْر

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লাহু ওয়া নেমাল ওয়াকিল; নেমাল মাওলা ওয়া নেমান নাছির।'
অর্থ : আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কাজ সম্পাদনকারী। আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ >

উচ্চারণ : ‘লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।'

অর্থ : ‘আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কোনো উপায় নেই আর কোনো ক্ষমতাও নেই।’ এ দোয়াটি জান্নাতের গোপন ভাণ্ডারসমূহের একটি। বিপদ ও সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বহু মানুষ থেকে পরিক্ষীত দোয়াও এটি।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ - أَستَغْفِرُ الله >

উচ্চারণ : ‘আস্তাগফিরুল্লাহ; আস্‌তাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলায়হি।'

অর্থ : ‘আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি ওই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছেই (তাওবাহ করে) ফিরে আসি।'

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، > وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم

উচ্চারণ : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজিমুল হালিম; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজিম; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আ’রশিল কারিম।’

অর্থ : ‘আল্লাহ্ ব্যতিত সত্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ব্যতিত কোনো সত্য ইলাহ বা উপাস্য নেই, তিনি বিশাল আরশের মালিক। আল্লাহ ব্যতিত সত্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি আসমান-জমিনের এবং মহান আরশের মালিক।’ (বুখারি)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ > الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِن ضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَال

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আউজুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়া আউজুবিকা মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া আউজুবিকা মিন দ্বালায়িদ দাইনি ওয়া ক্বাহরির রিজাল।' (তিরমিজি)
অর্থ : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।' ((বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি ও মিশকাত)

>হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট বা চিন্তা, অস্থিরতা তথা হতাশাগ্রস্ত হতেন তখন বলতেন-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

উচ্চারণ : ইয়া- হাইয়ু ইয়া- ক্বাইয়ূ-মু বিরাহমাতিকা আস্তাগিছ।
অর্থ : 'হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার নিকটে সাহায্য চাই।' (তিরমিজি, মুসতাদরেকে হাকেম, মিশকাত)

> হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দোয়া হচ্ছে-

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَاتَكِلْنِىْ اِلَي نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ أَصْلِحْ لِيْ شَانِي كُلُّهُ لا اِلَهَ اِلَّا أَنْت

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনি ইলা নাফসি; ত্বারফাতা আইন; ওয়া আসলিহলি শানি কুল্লুহু; লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা। (আবু দাউদ, মিশকাত)
অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাত ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নাই।

> اِنَّالِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ – اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন; আল্লাহুম্মা আযিরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফলি খাইরাম মিনহা। (মুসলিম)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ >
الْعَالَمِين

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহুল-হালীমুল-কারীমু, সুবহানা-ল্লাহি ওয়া তাবারাকা-ল্লাহ, রাবল-'আরশিল- 'আযীমি ওয়াল-হামদু-লিল্লাহি রাব্বি-ল 'আলামীন।

আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি চিরধৈর্যশীল, উদার, মহিমান্বিত এবং বরকতময় আল্লাহ, আরশে আযীমের মালিক, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاء<

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন জাহদিল-বালা'ই, ওয়া দারাকিশ- শাকা'ই, ওয়া স্'ইল কুাদ্রা'ই, ওয়া শামাতাতিল-আ'দা'ই।
হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমকারী বিপদের কষ্ট থেকে, দুর্ভোগের আক্রমণ হতে, মন্দ ফায়সালা হতে এবং শত্রুর খুশী হওয়া থেকে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَم<

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল-ফাকুরি ওয়াল-কিল্লাতি ওয়া-যু- ফ্রিল্লাতি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন আন আজ্বলিমা আও উজ্জ্বলামা।
হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই দারিদ্র, অভাব- অনটন এবং অপমান-অপদস্থ হওয়া থেকে এবং আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই যেন আমি কারও উপর অবিচার না করি অথবা আমি যেন কারও দ্বারা অত্যাচারিত না হই।

أَعُوْذُ بِاللَّهِ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَ >
بَغْيِ الرِّجَال

উচ্চারণ :আ'উযু বিল্লাহি আন উরাদ্দা ইলা আরয়ালিল-'উমুরি ওয়া আ'উযু বিল্লাহি মিনাল-বুখলি ওয়াল-জুবনি ওয়া আ'উযু বিল্লাহি মিন ফিতনাতিসু-স্রাদরি, ওয়া বাগ্নির-রিজাল।

আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই জরাগ্রস্ত বয়সে উপনীত হওয়া থেকে এবং আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে এবং আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই বক্ষের ফিতনা (অন্তরের পরীক্ষা) থেকে এবং মানুষের বাড়াবাড়ি থেকে। (সহিহ ইবনে হিব্বান,খন্ড:৩, হাদিস :১০১১)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ الْهَرَمِ وَ الْقَسْوَةِ وَ الْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَ <
الذِّلَّةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَ الرِّيَاءِ وَ
ِأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَ الْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ سَيِّيءِ الْأَسْقَام

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল- 'আজযি, ওয়াল-কাসালি, ওয়াল- ওয়াল-বুখলি, ওয়াল-হারামি, ওয়াল-কাসওয়াতি, ওয়াল- গাফলাতি, ওয়াল-'আয়লাতি ওয়া-যু-থ্রিল্লাতি, ওয়াল-মাসকানাতি, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল-ফাকুরি ওয়াল-কুফরি ওয়াল-ফুসূক্ি ওয়াশ-শিক্াকি ওয়ান-নিফাকি ওয়াস্-সুম'আতি, ওয়ার-রিয়া'ই, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাস-সামামি, ওয়াল-বাকামি, ওয়াল-জুনুনি, ওয়াল-জুয়ামি, ওয়াল-বারাসি, ওয়া সায়্যি'ইল-আসকামি।

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, জরাগ্রস্ততা, অন্তরের কাঠিন্য, উদাসীনতা, লজ্জা এবং সহায়-সম্বলহীনতা থেকে। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় চাই দারিদ্র, কুফ্রি, ফাসেকি, বিরুদ্ধাচরণ, মুনাফেকি, কুখ্যাতি এবং লোক দেখানো ইবাদাত করা থেকে। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় চাই বধিরতা, বাকশক্তিহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ ও ধবল থেকে এবং সকল ঘাতকব্যাধি থেকে।(আল-মুসতাদরাক ‘'আলা আল-সাহীহাইন লি আল- হাকিম খন্ড:২,হাদিস ১৯৮৭)

َاللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ<

উচ্চারণ :আল্লা-হুম্মা লা সাহ্‌লা ইল্লা মা জা‘আলতাহু সাহ্‌লান, ওয়া আনতা তাজ্‌‘আলুল হাযনা ইযা শি’তা সাহ্‌লান।

হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নয়। আর যখন আপনি ইচ্ছা করেন তখন কঠিনকেও সহজ করে দেন।[সহীহ ইবন হিব্বান ২৪২৭, (মাওয়ারিদ); ইবনুস সুন্নী, নং ৩৫১ আর হাফেয (ইবন হাজার) বলেন, এটি সহীহ হাদীস।]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ الْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ <
مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

وَ الْمَمَات

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল-আজযি, ওয়াল-কাসালি, ওয়াল-জুবনি, ওয়াল-হারামি, ওয়াল-বুখলি ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আয়াবিল ক্কাবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল-মাহয়া ওয়াল-মামাতি।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুর্বলতা, অলসতা, কাপুরুষতা, জরাগ্রস্ততা ও কৃপণতা থেকে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই করবের শাস্তি থেকে এবং ইহকাল ও পরকালের ফিতনা ফাসাদ থেকে।(সহীহ মুসলিম-৬৮৭৩)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَ مِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَ مَنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَ <
مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامَة

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন য়াউমিস্-সু'ই ওয়া মিন লাইলাতিস্- সু'ই ওয়া মিন সাঁ'আতিস্-স্'ই, ওয়া মিন সাহিবিস্-স্'ই ওয়া মিন জারিস্-সু'ই ফী দাঁরিল-মুক্কামাতি।
হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ মুহূর্ত, মন্দ সঙ্গী এবং মন্দ প্রতিবেশী থেকে।(আল-মু'জাম আল-আওসাত লিত-তাবারানি, খন্ড:১৭,হাদিস ৮১০)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ بِنِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيعِ سَخَطِك>

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন যাওয়ালি বিনি'মাতিকা ওয়া তাহাওওলি 'আফিয়াতিকা ওয়া ফুজা' আতি নিক্কাতিকা ওয়া জামী'ই সাখাতিকা।
হে আল্লাহ! আমি আপানর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার থেকে আপনার নিয়ামত চলে যাওয়া থেকে, আপনার দেওয়া সুস্থতার পরিবর্তন থেকে, আপনার শাস্তির আক্রমণ থেকে এবং আপনার যাবতীয় অসন্তুষ্টি থেকে।(সহীহ মুসলিম ৬৯৪৩)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَ مِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَ مِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ <
مَنِي
উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি সাম'ঈ ওয়া মিন শাররি বাসারী ওয়া মিন শাররি লিসানী ওয়া মিন শাররি কালবী ওয়া মিন শাররি মানিয়য়ী।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার শ্রবণশক্তির অনিষ্ট থেকে এবং দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট থেকে।(সুনানে আবু দাউদ ১৫৫১)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَ مِنْ دَعْوَةٍ لَّا >
يُسْتَجَابُ لَهَا

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'ইলমিন লাঁ ইয়ানফা 'উ ওয়া মিন কালবিন লা য়াখশা'উ ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবা'উ ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লাঁ যুসতাজাঁবু লাহা।
হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সেই জ্ঞান থেকে যা কোনো উপকারে আসে না এবং সেই হৃদয় থেকে যা (আপনাকে) ভয় করে না, সেই আত্মা থেকে যা সন্তুষ্ট হয় না এবং সেই দু'আ থেকে যা কবুল করা হয় না।(সহীহ মুসলিম
-৬৯০৬)

ُاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الْضَجِيْعُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَة>

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল-জু'ঈ ফা'ইন্নাহু বি'সাদ্র-দ্রাজী'উ ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল-খিয়ানাতি ফা'ইন্নাহাঁ বি'সাতিল-বিতানাতু।
হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ক্ষুধা থেকে, কারণ এটি হলো সর্বনিকৃষ্ট সঙ্গী এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই প্রতারণা থেকে, কারণ তা হলো সর্বনিকৃষ্ট বিশ্বাসভাজন।(সুনানে আবু দাউদ ১৫৪৭)

اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِي >
قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي
كِتَابِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُوْرَ صَدْرِي،
وَجَلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আব্দুকা, ওয়াব 'আব্দিকা, ওয়াব আমাতিকা, নাসিয়াতী বিয়াদিকা, মাদিন ফিয়্যা হুক্কা, 'আদলুন ফিয়্যা কাদা' উকা, আলুকা বিকুল্লি-স্পিন হুয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহি নাসাকা আও 'আল্লাাহু আহাদান মিন খাল্কিকা আও আন্যাল্লাহু ফী কিতাবিকা আওয়িস্তা'সারতা বিহি ফী 'ইল্লি- গাইবি 'ইন্দাকা আন তাজ'আলাল-কুর'আঁনা রাবী'আ কাল্বী ওয়া নূরা সাদ্রী, ওয়া জালা'আ হুন্নী, ওয়া যাহাবা হাম্মী।

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার বান্দা এবং আপনারই এক দাস ও দাসীর পুত্র। আমার ভাগ্য আপনার হাতে, আমার উপর আপনার নির্দেশ সর্বাবস্থায় কার্যকর, আমার প্রতি আপনার ফায়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই সকল নামের প্রতিটির বদৌলতে যে নাম আপনি নিজের জন্য রেখেছেন অথবা আপনার যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা আপনার সৃষ্টির কাউকে যে নাম শিখিয়েছেন, অথবা নিজ জ্ঞান ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছেন। - আপনার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাই যে, আপনি কুরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার দুশ্চিন্তা দূরকারী এবং উড়ো- উৎকণ্ঠার বিদুরণকারী।(সুনান আত- তিরমিযী:২৪৫৭)

১৪. দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য এবং পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য, নাবী এর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করা।।

উপসংহার

যখন বিপদ আসবে তখন আমরা যেন হতাশ না হয়ে যাই।আল্লাহ যখন আমাদেরকে আলো, কোন নিয়ামত দান করেন, তখন এর ফলে অহংকারী বা উদ্ধত হয়ে না যাই।কারণ প্রত্যেক বিপর্যয় - আমাদের সাথে ঘটে তার সবই তো পূর্বনির্ধারিত। অন্যদিকে, বান্দার অর্জন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহরই অনুকম্পা। তাই, আমাদের যা পাওয়ার ছিল তা কখনো আমাদের ছেড়ে যাবে না।আর যে জিনিস আমাদের ছেড়ে যাবে তা কখনোই আমাদের পাওয়ার ছিল না।সুতরাং আসুন আমরা সকলেই সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি। এবং তার সাথে কোন শরিক সাব্যস্ত না করে ধৈর্য নামক মহৎ গুণ অর্জন করি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰ خِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَا بَ النَّا ر

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।”(সূরা বাকারাহ:২০১)

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনের গুণে অভিষিক্ত কর আর মুসলমান হিসেবে আমাদের মৃত্যু দান কর।"(সূরা আরাফ:১২৬)